R. L. Dutta
Calcutta
15 Raja Raj Ballabo street,
Baghbazar
Calcutta

সরোজা।

শ্রীঅধরচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১০৭ নং, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

কলিকাতা।

Calcutta:

PRINTED BY MOOKERJEE & CO.,

CALCUTTA PRESS, 91, RADHA BAZAR STREET.

1889.

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

যোগেন্দ্র	...	...	জনৈক উকিল।
বিজয়	...	...	যোগেন্দ্রের পুত্র।
সুরেশ	...	...	যোগেন্দ্রের বন্ধু।
শরৎ	...	...	যোগেন্দ্রের মাস্তত ভ্রাতা।
অতুল	...	...	ভবানিবাবুর দাওয়ান।

স্ত্রীগণ।

সরোজা	...	...	যোগেন্দ্রের স্ত্রী।
ভবসুন্দরী	...	...	ঐ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।
জয়তারা	...	...	যোগেন্দ্রের ভগিনী।
বিন্দু	...	...	যোগেন্দ্রের ঝি।
আতর	...	...	জয়তারার পাতান আতর।
চাঁপা	...	...	অতুলের স্ত্রী।

ডাক্তারবাবু, পুলিষ-কর্ম্মচারী, ঝি, প্রতিবেশীদ্বয়, সরকার মহাশয়, চাকর ইত্যাদি।

ভ্রম সংশোধন।

		অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩ পৃষ্ঠা ১৬ পংক্তি	...	আসি	এসো।
৪৬ ,, ৩ ,,	...	Lung	Lungs
৪৬ ,, ৩ ,,	...	Cavety	Cavity

সরোজা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জয়তারার গৃহ।

জয়তারা ও আতর।

আতর। তুমি এ বিয়েতে মত কল্লে কেন।

জয়। আমি কে বাঁদি, যে আমার আবার মত! যোগেনকে বল্লুম যে আমি কনে দেখে ঠিক করেছি; তুমি এ বিয়েতে রাজি হওনা। তা কার কথা কে শোনে?

আতর। ওমা সে কি গো! তুমি বড় বোন, মার সমান। তোমার কথা অগ্রাহ্য করে যোগেন বিয়ে কল্লে?

জয়। কি বল্‌বো দিদি! আজ কালকার ছেলে পুলে বড় মা বাপ্‌কে মানে, তা আবার বড় বোন্‌কে মান্‌বে! আমিও দেখ্‌বো, বিবি বউ নিয়ে কেমন করে সংসার চলে। আমিত আর চিরকাল ভায়ের ঘরে থাকব না?

আতর। দেবতা বামুনের আশীর্ব্বাদে তোমার কিসের অভাব দিদি! এক জন গিন্নি বান্নি না থাক্‌লে সংসারটা ভেসে যেত, সেই জন্যই ত তোমার এখানে থাকা।

জয়। ভাজ হয়েচে গঙ্গাজলের; দেখে চোক জুড়োয়। পাঁচ পাঁচি হ'লে কি হয়; গুণ কত! যতক্ষণ ননদেরা না খাবে, ততক্ষণ খায় না; গঙ্গাজলকে উঠে বসতে দেয় না। খাবার সময় ননদদের বাতাস করা, হাত মুখ ধোবার জল রাখা, পানটি, গামছাটি, খড়কে কাটিটি পর্য্যন্ত গুছিয়ে রাখা, সব সেই বউটি করে। ননদেরা না বল্লে খেতে বসেনা; কেমন সহবৎ শিখিয়েছে। সকলে শুলে রাত ১১টার পর তবে শুতে যায়।

আতর। তা বউ করবে তো ঐ রকম।

জয়। শুধু কি তাই; পাছে মুড়ি খেতে শব্দ হয় সেই জন্য মুড়ি গুলি আগে মেজেতে ছড়িয়ে দেয়; তার পর যখন দেখে যে টিপ্‌লে আর শব্দ হয় না তখন খায়।

আতর। খুব সেয়ানা বউ যা হ'ক।

জয়। এত সেয়ানা কি ছিল; গঙ্গাজল শিখিয়েছে। তা আমাদের বউকে সহবৎ শিখিয়ে নেবো যে, তার যো নাই।

আতর। এ বিয়ের ঘটক কে?

জয়। যিনি বর, তিনিই ঘটক।

আতর। কি রকম?

জয়। বয়ের বাপ, যোগেনের মক্কেল ছেল; তাই যোগেনের মেয়ে দেখা ছেল, ঘটকের দরকার হয় নি।

আতর। বয়ের বাপকে না তার দাওয়ান খুন করে পালায়?

জয়। হাঁ! সেই খুন ধত্তে গিয়েই ত ভাই আমার ধরা দিয়ে এলেন। খুনি ত ধরা পড়্‌ল না, কিন্তু যোগেন ত মেয়ে দেখে একেবারে পাগল।

আতর। বল কি বোন? তার পর;

জয়। তার পর বয়ের সম্পর্কে কে এক খুড়ো আছে—তাকে গিয়ে বল্লে কিনা, আমার সঙ্গে তোমার ভাইজির বিয়ে দাও। তারা বুড়ো মেয়ে পার কত্তে পাল্লে বাঁচে, কাজেই তাড়াতাড়ি করে যোগেনের ঘাড়ে গছিয়ে দিলে।

আতর। বটে, এতদূর? তবে আর বউ তোমায় মান্‌বে কি? ভাজ হ'তে অনেক জ্বালা যন্ত্রণা পেতে হবে।

জয়। সে দিন খুব শুনিয়ে দিছলুম। বিন্দি কতকালের ঝি, তাকে ডাক্‌ছে "বিন্দি" বলে। আমি বল্লেম, কেনগা, বড়মানুষের বোন্ বলে কি শ্বশুর বাড়ীর ঝির নাম ধরে ডাক্‌তে হয়! বিন্দি বল্‌তেও যতক্ষণ, বিন্দু ঠাকুরঝি বল্‌তেও ততক্ষণ।

আতর। তা কি বল্লে?

জয়। বল্‌বে আবার কি? আমার মুখের উপর চোপা কল্লে গাল টিপে ধত্তুম না? এই যে বিন্দি।

বিন্দির প্রবেশ।

বলি ও বিন্দি, বউ তোকে বিন্দি ঠাকুরঝি বলেত ?

বিন্দি। হাঁ, বলে।

আতর। তা শেখালেই শিখতে পারে; তবে তোমার ভায়ের আস্কারা যদি না পায়। বউ এখন কোথারে বিন্দি ?

বিন্দি। মাঝের ঘরে বসে আছে।

আতর। সোমত্ত বউ ঝি বসে থাকা কি গা।

জয়। এই দেখ ত বো'ন।

আতর। গেরস্থ ঘরের বউ ঝি যতক্ষণ বসে থাক্‌বে, ততক্ষণ দু'খানা কাজ কর্‌তে পারে।

জয়। সে কথা কে বল্‌বে বাপু ?

আতর। কেন. কিসের ভয় ? আমি গিয়ে বল্‌বো।

জয়। তোমাদের পাঁচ জনের কাছে শুনে যদি কিছু সহবৎ শেখে; আমার ত কথাটী কইবার যো নেই; অম্‌নি কেঁদে কেঁটে একেক্কার। আমি যেন কে একটা দাসী বাঁদি।

আতর। বালাই, কথার শ্রী দেখ। এখন আসি বোন্।

প্রথম অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যোগেনবাবুর পড়িবার গৃহ।

(যোগেনের অজ্ঞাতসারে সরোজার কলম লইবার চেষ্টা)

যোগেন। কৈ নিতে পাল্লে না।

সরো। তুমি যে দুষ্ট, তোমার সঙ্গে কে পার্‌বে বল ? তা এখন লেখা ফুরোবে ? বেলা যে ১১টা হলো; আদালত যাবার কথা বুঝি মনে নাই ?

যোগেন। সত্যি; ভাগগিস তুমি বল্লে? এতক্ষণ মনে করে দিতে পারনি ?

সরো। বেস ! তুমি বেরবে, আমায় বুঝি তাই মনে করে দিতে হবে ?

যোগেন। তাইত, অনেক বেলা হলো আজ আর তবে বেরুব না।

সরো। ঈশ ! যাবে না, আমার সঙ্গে আবার ঠাট্টা হচ্চে ?

যোগেন। না সত্যি বল্‌চি, তুমি যদি আজ সমস্ত দিন আমার কাছে থাক, তা হলে আজ আর যাবনা।

সরো। বলনা, সত্যি আজ যাবেনা?

যোগেন। কেন? পাছে বাড়িতে থেকে জ্বালাতন করি তাই ভয় হলো বুঝি? এখন হয়েচে কি—আজ বেরুবনা, কাল বেরুবনা, এখন তিন মাস বেরুবনা। রোজ তোমায় জ্বালাতন করব।

সরোজা। ওঃ! তাই বল। আদালত বন্ধ হয়েচে বুঝি তাই এত জারি?

যোগেন। এবার ছুটিটা কাটবে ভাল; সুরেশকে আসতে লিখেচি।

সরো। সুরেশের আসবার কথা শুনলে আমার হাসি পায়।

যোগেন। কেন?

সরো। আর বছরে সুরেশের আসবার কথা মনে নাই বুঝি? বাড়ির কাছে গাড়ি থামলেই সুরেশ এলো মনে করে তুমি ছুটে বারাণ্ডায় যেতে? আজ আসে কাল আসে করে ছুটি ফুরোল; সুরেশের দেখা নাই।

যোগেন। মিছে নয়—সুরেশ ভারি দুষ্টু হয়েছে। কত দিন যে আসে নাই তার সীমা নাই, দু'বছরত বেশ হবে।

[জয়তারার প্রবেশ।]

জয়তারা। যোগেন ঘরে? আমি বলি বুঝি তুমি আদালতে গিয়েছ।

যোগেন। আজ থেকে আমাদের আদালত বন্ধ।

জয়তারা। আদালত বন্ধ? তা বেশ।

যোগেন। তুমি বউকে খুজছ বুঝি?

জয়তারা। না থাক; আমার আতর একবার বউকে দেখতে এসেছিল তা আর এক দিন আসবে এখন।

যোগেন। আমি এখনি বাইরে যাচ্চি—তিনি আসুন না।

[যোগেনের প্রস্থান]

জয়তারা। ও আতর—এদিকে আয়, যোগেন বাইরে গেছে।

[আতর ও বিন্দুর প্রবেশ]

বলি দেখলে দিদি? বড়ননদের খাতির দেখলে? একবার জড়সড় হলো না; উঠে দাঁড়াল না! যেমন কৌচের উপর বসে ছিল তেমনি রইল

আতর। তাইত বউ, এ তোমার কি আক্কেল! বড় ননদ শাশুড়ির সমান; তাকে দেখে তোমার একটু সমিহ হলনা! চুপ করে রইলে যে! মুখে কথা নেই কেন?

জয়তারা। ওকি কম হারামজাদা ঘরের মেয়ে। উনি তোমার সঙ্গে কথা কইলে ওঁর যে অপমান হবে।

আতর। তাইত দেখচি। আমরা বুড়ো হতে গেলুম, কৈ আজ অবধি ত দিনের বেলা সোয়ামীর সঙ্গে কথা কইনি। এসব হ'লো কি? বলে ছিনুম বোন এ বিবি বউ তোমাকে হাড়ে নাড়ে জ্বালাবে!

জয়তারা।—(সরোজার প্রতি) কেন কি হ'লো? আতর তোমাকে কি বল্লে যে রাঙা চোকে পানি প'ড়ল। দেখো! হিত শিখাবার যো নাই। আমার মরবার জায়গা ছিল না, তাই তোমার কাছে আতরকে এ অপমান খাওয়াবার জন্যে এনেছিলুম।—(আতরের প্রতি) কিছু মনে করনা দিদি, যা'হক নিজের চোকে দেখলে এখন প্রত্যয় যাবে। নইলে বল্‌তে জয়-তারা হয়ত বাড়িয়ে বলে।

আতর।—এমন বউত বাপের বয়সে দেখি নি—এখন চল বোন কি হতে কি হবে। (প্রস্থান)

বিন্দি। বউঠাকরুণ চুপ কর। অত কাঁদলে আর কি হবে? চুপকর।

সরোজা। বিন্দু ঠাকুরঝি, ওঁরা হয়ত আমার উপর বড় রাগ করেচেন; কি হবে?

বিন্দি। তোমার আর দেখে বাঁচিনি। এমন অন্যায় রাগ হলো তো কি। আর রোজ রোজ যদি এমন করে কাঁদবে ত বাঁচবে ক'দিন? এত কষ্ট কি সহ্যি হয়!

সরোজা। আমি কি কর্ব্বো বলো। আমি যে কাজ কর্ম্ম কিছুই শিখি নি, তাইত আমায় ঠাকুরঝি তিরস্কার করেন। কি হবে ঝি?

বিন্দি। কি আর হবে। বাবুকে বল্‌তে পার না! না হয় আমিই বল্‌বো। নিত্যি নিত্যি বউটাকে এমন করে ব্যাংখোচা কল্লে বউটা ক'দিন বাঁচবে। এ যে আর চক্ষে দেখা যায় না।

সরোজা। বিন্দু ঠাকুরঝি তোমার পায়ে পড়ি তুমি ওঁর কাছে বলোনা। বল বল্‌বে না; আমার মাথা খাও বল বল্‌বে না।

বিন্দি। সেকি বউঠাকুরুণ পায়ে হাত দিতে আছে? তোমার দুঃখু দেখেই বলা, নইলে আমার ওসব কথায় কাজ কি।

(নেপথ্যে) ও বিন্দি বিন্দি—

বিন্দি। যাই গো। (প্রস্থান)———

প্রথম অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যোগেনবাবুর বসিবার ঘর।

সুরেশ। দেখতে দেখতে আট দশ দিন হয়ে গেল—আর কেন?

যোগেন। তোমার বল্‌তে লজ্জা হয় না? কতকাল পরে দেখা হ'লো একবার মনে কর দেখি। তোমাকে ছুটির কয়দিন থাকতেই হবে।

সুরেশ। মিথ্যা নয়;—দিদি আমাকে দেখে প্রথমে চিন্তেই পারেন নি।

যোগেন। সরোজা কিন্তু দেখবামাত্র চিনেছিল।

সুরেশ। সরোজা আমার আসবার কথা জান্‌তো, তাই চিন্তে পেরেছিল। নহিলে সরোজার সঙ্গেও আমার বহুকাল দেখা হয় নি। দেখ যোগেন, অনেক পুণ্যে এমন স্ত্রী হয়।

যোগেন। আচ্ছা সুরেশ, সরোজাকে দেখলে তোমার ছেলে বেলার কথা মনে পড়ে?

সুরেশ। পাগল আর কি! ছেলে বেলা বিবাহের অমন কত সম্বন্ধ হয়, তার আর মনে হবে কি?

যোগেন। সরোজার কিন্তু লজ্জা করে। আমি কত বলে কয়ে তবে তোমার সঙ্গে কথা কইয়েছি।

সুরেশ। সরোজা ছেলে মানুষ তার কথা ছেড়ে দেও।

যোগেন। সুরেশ, এই ছুটিতে বিয়ে করে ফেল। সংসারে একটা বন্ধন হোক। সে এক নূতন জীবন হবে, পরকে আপনার কত্তে শিখবে; পরের সুখে সুখী হতে শিখবে। কি বল, বিয়ের সম্বন্ধ কর্‌তে বল্‌বো?

সুরেশ। বিয়ে না করে একরকম বেশ আছি—

যোগেন। না সুরেশ, তুমি বেশ নেই; আমার বোধ হয় তুমি যেমনটি ছিলে তেমনটি আর নেই।

সুরেশ। আচ্ছা, তাই হবে—এখন আসল কথার কি? আমি আজ বাড়ি যাবো।

যোগেন। তোমার যাবার কথা, থাকবার কথা, আমি কিছু জানিনা। সরোজা যদি তোমায় ছেড়ে দেয়, আমার আপত্তি নেই। আমি সরোকে ডেকে আনচি।

[যোগেনের প্রস্থান]

সুরেশ। নেহাৎ জন্তু আর কি। ছেলে বেলায় যেমন ছিল আজও তাই। না ইয়ারকি দিতে শিখলে, না তুপাত্র টানতে শিখলে। এসব জায়গায় আমাদের পোষায়?—আমার বিয়ের সম্বন্ধ কত্তে চায়!—তা এক রকম হচ্চে বটে ——[জয়তারার প্রবেশ]

জয়তারা। সুরেশ, একা বসে যে? যোগেন কোথা গেলো?

সুরেশ। এখনি আসচি বলে উঠে গেল।

জয়তারা। তবে সে বয়ের কাছে গেছে—ছোঁড়া যেন কি হয়েচে? ছিঃ! ছিঃ!!

সুরেশ। যে সুন্দরী বউ করেচ দিদি——

জয়তারা। ওই পর্য্যন্ত! কেবল রূপই আছে—একটা কাজ কর্ম্ম ভাল করে কত্তে পারে?

সুরেশ। বটে? কেবল মাকাল ফল?

জয়তারা। আর তাই বা কি? কেবল রংটা ফরসা। নাক, মুখ গড়ন পেটনে ঘোষেদের বড় ব'য়ের কাছে দাড়াতে পারে?

সুরেশ। তা বই কি। কৈ আমিত রূপ দেখতে পাই না, কিন্তু যোগেন ব'য়ের নামে অজ্ঞান।

জয়তারা। ওছোঁড়ার কথা আর বলোনা ও মরুকগে—ঐ জন্য আমি বউটাকে তুচক্ষে দেখতে পারি না। তুমি যেন দেখে শুনে এমন বিয়ে করোনা।

সুরেশ। না দিদি—যোগেনের রকম দেখে, আমার আর বিয়ে কত্তে ইচ্ছা হয় না।

জয়তারা। বিয়ে কল্লেই কি এমন হয়। ওটা বাঁদর, তাই এমন হয়েচে। বলবো কি, আদর দিয়ে বউটোকে মাথায় তুলেচে। তুমিত আর অমন বোকা নও—ওমা! আমি যে তুধ চড়িয়ে এসেছি, যাই। [প্রস্থান]

সুরেশ। যে যেমন, তার সঙ্গে ঠিক তেম্নিটি হ'তে না পাল্লে সংসার চলে না। যোগেন বল্‌ছিল এখনো আমার নামে সরোজার লজ্জা করে—ঐ যে আসচে। দেখি কোথাকার জল কোথায় মরে।

[সরোজা ও যোগেনের প্রবেশ]

যোগেন। আমার দেরি হয়েচে ব'লে গাল দিচ্চ বুঝি? কিন্তু ভাই আমার দোষ নেই, সরোজার জন্য দেরি হ'লো।

সুরেশ। জেয়াদা দেরি হয়নি ত।

যোগেন। আমি বল্লেম সুরেশ চলে যাচ্চে, তুমি বারণ কর্ব্বে ত এস; তবে এলো।

সুরেশ। সত্যি সত্যি আজই আমায় যেতে হবে।

যোগেন। সে পরের কথা।—সরো? তুমি চুপ করে থাকলে ভাল দেখায় না। সুরেশ মনে কর্ব্বে, সুরেশের এখানে থাকা তোমার ইচ্ছা নয়।

সরো। সুরেশত আর জলে পড়েনি। বাড়ি যাবার জন্য এত তাড়া-তাড়ি কেন?

সুরেশ। কতদিন হ'লো বল দেখি সরোজা? এর পর আবার তোমরা বিরক্ত হ'বে যে।

সরো। আচ্ছা সেই বেশ কথা—আমরা যখন তোমার উপর বিরক্ত হ'বো, তখন যেও।

যোগেন। সুরেশ কি বল? যতদিন না বিরক্ত হবো এখানে থাকবে?

সরো। এখানে বুঝি সুরেশের তেমন যত্ন হচ্চে না, তাই যেতে চাচ্চে।

যোগেন। তা হ'তে পারে? তা কি কষ্ট হচ্চে বল্লেইত হয়।

সুরেশ। তোমাদের অযত্ন দেখেই যাচ্চি।

সরো। আর তোমাদের ঝগড়া কত্তে হবেনা, সুরেশ থাকবে। এখন খাবার সময় হয়েচে—খেয়ে এসে যত পার ঝগড়া করো।

সুরেশ। সেই বেশ কথা। সরোজা নইলে এমন সুন্দর মিমাংসা কেউ কি কত্তে পারে।

[সকলের প্রস্থান]

প্রথম অঙ্ক—চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অতুলের গৃহ।

অতুল ও চাঁপা।

অতুল। এমন করে কতকাল থাকবো চাঁপা? পেটে অন্ন নেই, গায়ে কাপড় নেই, সদাই ভয়, কখন ধরা পড়ি। আমার এম্নি ইচ্ছা হয় যে আত্ম-হত্যা করি।

চাঁপা। এতদিন কেটে গেছে, আর দুদিন অপেক্ষা কত্তে পার না। অত অধীর হইওনা।

অতুল। সাধে কি অধীর হই। অকারণে এত যে কষ্ট পাচ্চি তার কোন বিহিত কর্ব্বার শক্তি নেই। যার টাকা নেই, তার সুবিচার হবার সম্ভাবনা নাই, তাই হতাশ হতে হয়। যোগেন বাবু কি বল্লেন?

চাঁপা। তিনি তোমার সঙ্গে দেখা কত্তে চান। তুমি নির্দ্দোষী হলে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য কর্বেন বলেচেন।

অতুল। যোগেন বাবু ছাড়া আর কারো সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি ত?

চাঁপা। না। আমি তোমার কথামত রাত্রি নইলে ত যাই না।

অতুল। আচ্ছা, আমি দেখা কত্তে গেলে যদি তিনি আমাকে পুলিসের হাতে দেন?

চাঁপা। তুমি অন্যায় সন্দেহ কচ্চো। যোগেন বাবু বড় মহৎ লোক; তাঁর সর্ব্বজীবে সমান দয়া!

অতুল। আমি সকলই জানি, তবে গরিবের অদৃষ্টকে বিশ্বাস নাই—তাই ভয় হয়।

চাঁপা। তোমার মুখে সকল কথা শুন্‌তে চান, তাই ডেকেছেন। তুমি কবে যাবে?

অতুল। আমি মঙ্গলবার দিন আবার আসবো। আজ যদি একটু কষ্ট করে জেনে এসো, সে দিন তাঁর সময় আছে কি না তা হ'লে ভাল হয়। এত ঘন ঘন এদিকে আসতে আমার সাহস হয় না। খুব সাবধানে যাই আসি, তবু মনে হয় কে যেন আমার অনুসরণ কচ্ছে। আমার জন্য তোমার কি কষ্টই হচ্চে।

চাঁপা। আমার কষ্টের কথা মুখে এনো না। স্বামীর কাজ করা যদি কষ্ট, তবে কোন কাজটা সুখের? তুমি আমার সঙ্গে এসো, আমি এখনই খবর এনে দিচ্চি।

অতুল। আমি তোমার জন্য কোথা অপেক্ষা কর্ব্বো?

চাঁপা। কেন, যোগেন বাবুদের খিড়কীর বাগানে।

অতুল। আচ্ছা, চল। এখনও সুরেশ বাবু এখানে আছেন?

চাঁপা। আছেন। তুমি চঞ্চল হ'লে কেন?

অতুল। দেখ, সুরেশকে আমার কেমন ভয় হয়। আমাদের যাওয়া আসার কথা সুরেশ জান্‌তে পাল্লে একটা না একটা অনিষ্ট কর্‌বে।

চাঁপা। সে ভয় করো না। যোগেন বাবু নিজে বলেচেন, আমাদের কথা কেউ টের পাবে না।

অতুল। আমার ভয় হয়, প্রকৃত খুনির নাম কল্লে যোগেন বাবু হয়ত বিশ্বাস কর্ব্বেন না।

চাঁপা। কেন তোমার ত প্রমাণ আছে।

অতুল। আমার সাক্ষ্য ধর্ম্ম, প্রমাণ আমার নির্দ্দোষিতা। কিন্তু আমার কথায় কি যোগেন বাবুর প্রত্যয় হবে!

চাঁপা। কে করেছে বলনা?

অতুল। আমার প্রমাণ নেই, তুমি বিশ্বাস কর্ব্বে কি?

চাঁপা। তোমার কথাই আমার প্রমাণ; কে বল না।

অতুল। সুরেশ।

চাঁপা। এঁ্যা—বল কি? কেন এমন সর্ব্বনাশ কল্লে?

অতুল। সে সকল অনেক কথা, পরে বলবো। এখন চলো আমি আর বিলম্ব কত্তে পারি না।

চাঁপা। চল। [প্রস্থান]

প্রথম অঙ্ক—পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

যোগেনবাবুর অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

সুরেশ। আমিত স্বভাবতঃ মন্দ নই। কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়ে আমি মন্দ হয়ে পড়ি। আমার এ দুর্ব্বলতা চিরদিনই আছে, সরোজার সংসর্গে

এলেই আমি আর আমার মনের বেগ সম্বরণ করতে পারি না। যোগেন আমার ছেলে বেলার বন্ধু, সে আমাকে ভালবাসে, বিশ্বাস করে তার প্রতি কুব্যবহার করা উচিত নয়; কিন্তু কি যে মোহ—উচিত অনুচিত কিছুই বুঝতে পারি না। যোগেনকে লোকে প্রশংসা করে—কিন্তু যোগেনকে দেখলে আমার হাসি পায়—তার সরলতা নির্বুদ্ধিতা বলে মনে হয়। আমি না হয় তার বন্ধুই হলেম—সরোজার পূর্ব্ব পরিচিত প্রতিবেশী না হয় হলুম; তাই বলে আমার সঙ্গে সরোজার এই ঘনিষ্টতা করে দিতে কে মাথার দিব্য দিয়েছিল? আর ন্যায় অন্যায়? সরোজার জন্য কত বড় বড় অন্যায় কাজ করেও সরোজাকে পাই নাই; আর আজ যদি একটা ছোট রকম অন্যায় কর্‌লে, সরোজা আমার হয়, সে লোভ সম্বরণ কর্‌তে যে পারে সে করুক, আমি পার্‌ব না।

[যোগেন ও সরোজার প্রবেশ]

যোগেন। সুরেশ, একা বসে রয়েছ? আমাদের ডাক্‌তে পাঠাও নাই কেন?

সুরেশ। আমি একটু বেড়াচ্ছিলুম। তোমাকে ডেকে পাঠাব মনে করেছি এমন সময় তুমি এলে। আজ থিয়েটার দেখতে যাবে?

যোগেন। না ভাই আজ সন্ধ্যার পর বিশেষ দরকার আছে, যেতে পার্‌ব না।

সুরেশ। সরোজাও যাবে, চল না।

যোগেন। আজ যাওয়া থাক সরো। সন্ধ্যার পর আমার একটু কাজ আছে।

সরোজা। কৈ আমিত থিয়েটরে যেতে চাই নি।

যোগেন। সরোজা তুমি একটু ব'স। আমি এখনি আসছি। [প্রস্থান]

সুরেশ। আমি কেন থিয়েটরে যাবার কথা বল্লুম জান?

সরোজা। না কেন?

সুরেশ। সে অনেক কথা, আর একদিন বলব। মনে আছে সরো, সে অনেক দিনের কথা—তখন তোমার বিয়ে হয় নি, আমরা দুজনে এমনি করে বসে কত গল্প কত্তুম।

সরোজা। তা আর মনে নেই। তোমার আসবার কথা হয়ে অবধি আমরা সেই সকল কথাই কইতুম।

সুরেশ। তবে যোগেন সব শুনেছে?

সরোজা। তিনি এসব কথা বিয়ের আগেও শুনেছিলেন।

সুরেশ। বিয়ের আগে যোগেন কেমন করে শুনলে?

সরোজা। আমি বুঝি জানি না? তোমার সঙ্গে ছেলে বেলাকার ভাব—তুমিই গল্প করেছিলে।

সুরেশ। আচ্ছা সরোজা—তুমি এখনও আমায় ভালবাস?

সরোজা। (সলাজ ভাব)

সুরেশ। যোগেনকে অধিক ভালবাস, না আমায়?

সরোজা। এ তোমার কিরকম কথা? তিনি আমার স্বামী—তাঁর চেয়ে আমি তোমায় অধিক ভালবাসি এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে কেমন করে?

সুরেশ। (দীর্ঘনিশ্বাস) তোমার বাবা যথার্থই বলেছিলেন আমি তোমার যোগ্য নই।

সরোজা। সুরেশ, ওকথা আর কেন।

সুরেশ। কেন? শুন্‌বে? আমি বুঝেছিলাম যে আমি তোমার যোগ্য নই, তাই এতকাল দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ালেম; মনে করেছিলাম, হয় তোমায় ভুল্‌বো, নয় তোমার যোগ্য হব—কিন্তু দুয়ের কিছুই হ'ল না।

সরোজা। ওসব কথা থাক্‌না। তোমার পায়ে পড়ি অন্য কথা বলো।

সুরেশ। তুমি হয় ত জান সরোজা আমি আজও বিয়ে করিনি; আর এজীবনে বিয়ে কর্‌বওনা।

সরোজা। কেন?

সুরেশ। কেন? তোমায় ভুল্‌তে পারিনি বলে। এতকাল যখন ভুল্‌তে পারিনি তখন ভুল্‌তে পার্‌বওনা। বিবাহ কর্‌তুম যদি তোমার যোগ্য হতেম। কিন্তু তাও বলি, যোগেনই কি তোমার যোগ্য?

সরোজা। তিনি আমার স্বামী, তিনি যোগ্য কি অযোগ্য এ কথা আমার সাম্‌নে বলো না।

সুরেশ। দেখ সরোজা, আমি সব সইতে পারি—তোমাকে অপাত্রে ন্যস্ত হ'তে দেখা আমি সহ্য করতে পারি না। যোগেন আমার ছেলে-বেলাকার বন্ধু—যত্নের সামগ্রী, কিন্তু তুমি আমার ততোধিক। যোগেন যে

তোমাকে অসম্মান করে অপরে আসক্ত হয়, আমার বন্ধু হলেও আমি তা মার্জ্জনা কর্‌তে পারি না।

সরোজা। মিথ্যা কথা।

সুরেশ। কি মিথ্যা কথা সরোজা ?

সরোজা। তোমার সমস্ত কথা মিথ্যা।

সুরেশ। আমি কখন মিথ্যা কথা বলি না। আমার কথা সত্য কি মিথ্যা, যদি দেখতে চাও ত আজ সন্ধ্যার পর কি বিশেষ কার্য্যে যোগেন ব্যস্ত, সেটা দৃষ্টি রেখো। তা হলেই বুঝতে পার্‌বে, কেন আজ থিয়েটারে গেল না। আমি এত কথা বল্‌তুম না—কেবল সত্যের অনুরোধে বল্লুম। এখনও যদি বিশ্বাস না হয়ে থাকে—যদি বিশেষ প্রমাণ চাও, এখন কোন কথা প্রকাশ ক'রনা।

[প্রস্থান]

সরোজা। (স্বগত) একি সম্ভব !—আমার স্বামী আর এক জনকে ভালবাসেন? এত স্নেহ, এত ভালবাসা, কি প্রতারণা ? তাঁকে অবিশ্বাস কর্‌তে আমার ইচ্ছা হয় না; কিন্তু রাত্রে কি এমন কাজ, যে মনে কল্লে থিয়েটারে যাওয়া যেত না ? আজ আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব—আমার সকল সন্দেহ দূর কর্‌ব।

[যোগেনের প্রবেশ]

যোগেন। সুরেশ কোথা গেল ?—আমার কি বড় বিলম্ব হয়েছে ?

সরোজা। না; তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব ?

যোগেন। কি কথা ?

সরোজা। তুমি কাকে ভালবাস ?

যোগেন। কেন, তুমি কি জান না ?

সরোজা। না তোমায় বল্‌তে হবে;—আচ্ছা, আজ কাল সন্ধ্যের পর তুমি কি কাজে ব্যস্ত থাক ?

যোগেন। সে কথা বল্‌ব—কিন্তু এখন নয়।

সরোজা। এখন নয় কেন ?

যোগেন। শুন্‌লে তোমার কষ্ট হবে। সুরেশ কোথা গেল।

সরোজা। আচ্ছা, আজ থিয়েটারে চল না ?

যোগেন। বলেছি ত আজ হবে না। আজ একটু বিশেষ কাজ আছে।

সরোজা। সে কাজ কাল সকালে ক'র।

যোগেন। না—কাল হবেনা।

সরোজা। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, তুমি ব'স।

যোগেন। কাল শুন'ব। এখন যাই, আসতে একটু রাত হবে।

সরোজা। কি দরকার বল্লে না?

যোগেন। শুনতেই পাবে—তাড়াতাড়ি কেন, আর এক দিন বল্‌ব।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যোগেনবাবুর পাঠ-গৃহ।

যোগেন। তুমি কতক্ষণ এসেছ চাঁপা?

চাঁপা। প্রায় আধঘণ্টা হবে।

যোগেন। আজও সরোজা আমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছিল সন্ধ্যার পর আমার কাছে কে আসে।

চাঁপা। আপনি কি বল্লেন? আমাদের আসবার কথা কিছু বলেন নিত?

যোগেন। সে জন্য ভেবনা। তোমরা বারণ না কল্লেও কোন কথা সরোজাকে বলতুম না। অতুল যে আমার শ্বশুরকে খুন করেচে ইহাই সকলের বিশ্বাস। সেই জন্য তোমাদের কোন কথা সরোজার কাছে বল্‌তে ইচ্ছা করি না। অতুল কবে আমার সঙ্গে দেখা কর্ব্বে?

চাঁপা। তিনি মঙ্গলবার দিন আসবেন। সে দিন আপনার অন্য কাজ নাই ত?

যোগেন। আমার হাজার কাজ থাকলেও আমি অতুলের জন্য অপেক্ষা কর্‌বো। তুমি তা'কে মঙ্গলবারে নিশ্চয় আসতে বলো। আর কোন কথা আছে?

চাপা। আপনার অনুগ্রহ ভোলবার নয়——

যোগেন। কি বলবে বলনা?

চাঁপা। আমাদের বড় কষ্ট যাচ্চে—যা দিয়েছিলেন সব খরচ হয়ে গেছে—আপনাকে এক শ বার বলতে লজ্জা করে।

যোগেন। তার আর লজ্জা কি—এই নেও, এখন ২০৲ টাকা নেও—আবার যখন দরকার হবে আমায় ব'লো।

চাঁপা। অধিক কি বল্‌বো, আপনি আমাদের মা বাপ! আপনি না দয়া কল্লে, ছেলে পুলে নিয়ে না খেতে পেয়ে মারা যেতুম। এখন আসি।

যোগেন। সঙ্গে একজন লোক দেবো কি?

চাঁপা। না, আজ আর লোক দিতে হবেনা। তিনি আপনাদের খিড়কীর ঘাটে বসে আছেন।

যোগেন। অতুল আমাদের খিড়কীর ঘাটে বসে?—এতক্ষণ বলনি কেন?

চাঁপা। তিনি নিষেধ করেছিলেন।

যোগেন। কেন, আমাকে অবিশ্বাস নাকি?

চাঁপা। আপনাকে অবিশ্বাস? অমন কথা বল্‌বেন না।

যোগেন। তবে সঙ্গে করে আন্‌লে না কেন?

চাঁপা। সুরেশ বাবুকে তাঁর কেমন ভয়! সুরেশ বাবু আজও যান নাই শুনে, আসতে রাজি হলেন না।

যোগেন। কেন, সুরেশকে এত ভয় কেন? সে কেমন করে জানবে? আর সে জানলেও অতুলের অনিষ্ট কেন কর্‌বে।

চাঁপা। সুরেশ বাবু জানতে পাল্লে সর্ব্বনাশ হবে—আপনি সুরেশ বাবুকে কিছু বলেন নিত?

যোগেন। তোমাদের কথা কেউ জানে না—আমি কাউকে কিছু বলিনি; কিন্তু সুরেশ শুনলে সর্ব্বনাশ হবে কেন?

চাঁপা। সুরেশ বাবু হ'তেই আমাদের এই সর্ব্বনাশ—সে অনেক কথা, আমি বল্‌তে পার্‌ব না। তিনিই সকল কথা বল্‌বেন।

যোগেন। আমি যে তোমার কথা বুঝতে পাচ্চি না; চল অতুলের সঙ্গে দেখা করে আজই সকল কথা শুন্‌বো।

চাঁপা। আজই দেখা করবেন? আজ দেখা কর্‌বার কথা ত তাঁকে বলা হয় নি।

যোগেন। তাতে ক্ষতি নাই চল।

চাঁপা। চলুন। [প্রস্থান।]

[ধীরে ধীরে সরোজার প্রবেশ।]

সরোজা। আমি কি স্বপ্ন দেখচি ?—

[সুরেশের প্রবেশ।]

সুরেশ। দেখেচ সরো ? যোগেনের সঙ্গে কে গেল দেখেচ ?

[অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে সরোজার প্রস্থান।]

দ্বিতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুরস্থ গৃহ।

বিন্দি ও জয়তারা।

বিন্দি। দিদিঠাকরুণ, আজ ক দিন ধরে তোমায় একটা কথা বল্‌ব মনে কচ্চি—তা বল্‌বার আর সময় পাই না।

জয়তারা। কি কথা লো বিন্দি ?

[অলক্ষিত ভাবে সরোজার প্রবেশ]

বিন্দি। এই দাদাবাবুর কথা—

জয়তারা। তোর দাদাবাবুর কথা আমাকে আর বলিসনি; ছোঁড়াকে একেবারে যেন ভেড়া করেচে !

বিন্দি। ওগো, তা হ'লেত বাঁচতুম। সোয়ামী স্ত্রীর বশ হ'লে ত আর দোষ নেই। দাদাবাবুর যে স্বভাব খারাপ হয়েচে।

জয়তারা। সত্যি নাকি ?

বিন্দি। হাঁ গো। আজ ক'দিন ধরে রাত্রে বাবুর কাছে মেয়ে মানুষ যাওয়া আসা কচ্চে। ছুঁড়িকে আবার মুটো মুটো টাকা দেয় !

জয়তারা। বটে ! বেশ হয়েচে !—এখন বউঠাক্‌রুণের গুমোর কোথা রইল ?

বিন্দি। সেকি গো ! তুমি কোথা শাসিত কর্‌বে—তা নয়, বল্‌চো বেশ হয়েচে ! এ কথা শুন্‌লে বউঠাক্‌রুণ কি আর বাঁচবে ?

জয়তারা। বউঠাকুরুণ বাঁচবেন না—তবেই ত গোলকপুরী আঁধার হয়ে যাবে! আজ মলে কালই যোগেনের বিয়ে দে আন্‌বো। বলে “বেঁচে থাক আমার চূড়া বাঁশী, কত শত মিল্‌বে দাসী”।

বিন্দি। বউ যেন পরের মেয়ে—ঘরের ছেলে মন্দ হ’লে তার শাসন কত্তে হয় না?

জয়তারা। পুরুষ মানুষ—বয়স দোষে অমন হয়েচে, তার আবার শাসন কিরে মাগী! যোগেন লক্ষ্মী ছেলে, তাই এত দিন ও বউ নিয়ে ঘর করেচে। ছিঃ ছিঃ একি যোগেনের যুগ্যি বউ হয়েচে?

বিন্দি। কেন গো, বউ কানা, না খোঁড়া? কি হয়েচে যে বউ নিয়ে ঘর করা যায় না। তোমায় বল্‌তে গেলুম—কোথা তুমি একটা বিহিত কর্ব্বে, না উল্টো শ্রী। ভাই পরকে দিতে পার, তবু ভাজকে দিতে পারো না?

জয়তারা। আ মর মাগী! তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা—রাত পোহাক, কাল সকালে তোকে ঝাঁটা মেরে বিদায় করে দেবো।—আমি শাসন কর্‌বো? আমার কথায় কিনা সব হচ্চে? আমার কথায় কিনা বিয়ে হয়েছিল? যে মন্দ সে বুঝুক, আর তার স্ত্রী বুঝুক। আমি কেন গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাবো?—আ মর খোসামুদে মাগী। [প্রস্থান]

বিন্দি। না বাপু—এ বাড়ীতে আর থাকা নয়—কোন দিন কি অপমান হ’য়ে বিদায় হ’বো? কিন্তু যাবার আগে সকল কথা দাদাবাবুকে বলে যাবো। [প্রস্থান]

সরোজা। কাল রাত্রে হয় ত দেখবার ভুল হয়েছিল—আজ কানেও ভুল শুন্‌চি? বুঝতে পাল্লুম, রাত্রে তোমার কি দরকার। জিজ্ঞাসা কল্লে বলতে, “পরে বল্‌বো—এখন শুন্‌লে তোমার কষ্ট হবে।” কেন, এত তাচ্ছিল্য কেন? এত প্রবঞ্চনার দরকার কি?—আমি বেঁচে থাক্‌তে আমার এই অপমান—স্বচ্ছন্দে একটা অপর স্ত্রীলোক বাড়ীতে এনে আমোদ প্রমোদ করা হচ্চে? আমি যে তোমার জন্য মরি, আমি যে তোমায় এত ভালবাসি—তা বুঝি তোমার ভাল লাগিল না? তুমি যদি আমাকে চাওনা, তবে আমি কার জন্য থাক্‌বো—কি সুখে আর এখানে থাক্‌বো? একে ঠাকুরঝি আমাকে দু’চক্ষে দেখতে পারেন না, তার উপর যখন জানতে পেরেচেন যে, আমার কপাল ভেঙ্গেচে তখন যে মনের সাধে যন্ত্রণা দেবে!

আমি আর কার মুখ চেয়ে সে সকল সহ্য কর্‌বো। এ বাড়ীতে আমার আর কে রইল? বিন্দুঠাকুরঝি আমাকে একটু ভালবাসতো—কিন্তু আমার জন্য মিছি মিছি আজ যে তিরস্কার খেয়েচে সেও হয়ত আর থাক্‌বে না। আমি তবে কার কাছে থাকবো—কে আর আমার আপনার রইল? আমিও চলে যাবো—যে দিকে দুচক্ষু যাবে সেই দিকে যাবো। খোকা—সে তার বাড়ীতে থাকবে, তার জন্য ভাবনা কি?

[সরোজার প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যোগেনবাবুর অন্তঃপুর-প্রকোষ্ঠ।

যোগেন। ঝি, সরোজা কোথারে?

বিন্দি। কেন দাদাবাবু—বউঠাক্‌রুণ ঘরে নেই?

যোগেন। না, দেখতো কোথা। আমি এ ঘর ও ঘর সমস্ত খুঁজলুম, দেখতে পেলেম না।

[জয়তারার প্রবেশ]

জয়তারা। কিসের গোল হচ্চে? এত রাত্রে খিড়কীর দরজা খোলা কেন রে বিন্দি?

বিন্দি। ওগো তবে বুঝি সর্ব্বনাশ হয়েচে! বউঠাকরুণ বুঝি রাগ করে চলে গেছেন।

যোগেন। কেন, কি হয়েছিল? কার উপর রাগ করে গেছে?

বিন্দি। কেন, আজ সকালে বউঠাক্‌রুণ মুখের ওপর জবাব করেছিল বলে, দিদিঠাক্‌রুণ তার গাল টিপে রক্ত বের করে দিয়েছিল—

যোগেন। হাঁ দিদি?—

বিন্দি। আর তাই কি এক দিন! বিয়ে হয়ে অবধি, বউটাকে কি সামান্যি কষ্ট দিয়েচে—রোজ চোকের জল ফেলে ভাত খেত। সত্যি মিথ্যা, দিদিঠাকরুণকে জিজ্ঞাসা কর না; আমিত আর লুক্‌ইয়ে বলচি না।

যোগেন। এও কি সত্য?

বিন্দি। আর বাবু, সে দিন অমনি বিনা তক্কিরে আমাকে ঝাঁটা মাত্তে চাইলেন। (সরোদনে) আমরা গতর খাটাতে এসেছি—ঝাঁটা খেতে ত আসিনি! আমার মাইনা ফেলে দেও—চলে যাই। যেখানে ঘরের বউ টিক্‌তে পারে না, সেখানে কি দাসী চাকর টিক্‌তে পারে?

যোগেন। আচ্ছা আজ থাক্—কাল সকল কথা শুন্‌বো। এখন সরকার মহাশয়কে ডাক্‌ত। [বিন্দির প্রস্থান] দিদি, রাত অনেক হয়েচে, তুমি শোও গিয়ে।

[জয়তারার প্রস্থান]

[সরকারের প্রবেশ]

সরকার। আমায় ডেকেছেন?

যোগেন। হাঁ, সরোজা ঝগড়া করে চলে গেছে—তার খোঁজ কত্তে হবে। চারিদিকে লোক পাঠিয়ে দেও—আর তুমি নিজে একবার মাসিমার বাড়ি যাও। আজই শরৎবাবুকে এখানে আস্‌তে বল্‌বে।

সরকার। যে আজ্ঞা।

যোগেন। গাড়ী তৈয়ার কত্তে বলো—আর বৈঠকখানা থেকে সুরেশ বাবুকে ডেকে দিও। যাও বিলম্ব ক'রো না।

[সরকারের প্রস্থান]

যোগেন। তাই ত, সরোজা কেন এমন ছেলে মান্‌ষী করে ফেল্লে! ঝগড়া হয়েছিল, আমায় বল্লেনা কেন? বিন্দি বল্লে, বিয়ে হয়ে অবধি, দিদি তাকে কষ্ট দিয়ে অস্‌চেন—কিন্তু সরোজা ত এক দিনের জন্য সে কথা আমায় বলে নি।—কোথা আর যাবে? হয় ত মাসিমার বাড়ি গেছে। শরত হয় ত এখনি খবর নিয়ে আস্‌বে।

[ভৃত্যের প্রবেশ।]

ভৃত্য। সুরেশবাবু বাইরে নেই।

যোগেন। নেই কি? ভাল করে দেখে আয়।

ভৃত্য। আজ্ঞে—সকলে খুজেঁ তাঁকে দেখতে পাই নি।

যোগেন। আচ্ছা, আমি দেখচি। গাড়ী তৈয়ার হয়েচে?

ভৃত্য। আজ্ঞে, হয়েচে।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক—চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পথ-পার্শ্ব।

প্রতিবেশী দ্বয়।

১ম। তাইত, ভায়া বল কি, বেরিয়ে গেছে? কি করে বেরুলো? কার সঙ্গে গেল? এমন সর্ব্বনেশে বউ ত দেখিনি!

২য়। তবে যে শুনতে পাই—বউটি বড় লক্ষ্মী ছিল?

১ম। আরে, ভাল কি মন্দ তা কাজ দেখে বিচার করনা। অত বড় ঘরটা একেবারে মাটি করে গেল! কিসের অভাব বল, রাজার সংসার ছেড়ে ছুঁড়ি গেল কি বলে? কার সঙ্গে গেল?

২য়। শুন্‌তে পাচ্চি সুরেশ নাকি তাকে বের করে নিয়ে গেছে।

১ম। সুরেশের সঙ্গে বেরইয়ে গেছে? তা' ত হবেই, যোগেনবাবুর যে সাহেবী মেজাজ—তার ফল আর কি?

২য়। কেন, যোগেনবাবুর দোষ কি?

১ম। দোষ নয়? কোথাকার কে সুরেশ, তাকে কি সম্পর্কে বাড়ির ভিতর লয়ে যাওয়া; আবার শুন্‌তে পাই—বউ নাকি বিবিদের মত সুরেশের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে নাচত?

২য়। তোমার এক কথা! ভদ্রলোকের বউ এক জনের হাত ধরে নাচতো? কার কাছে শুনেচ?

১ম। না, এই পাঁচ জন বলে। তা' হাত ধরে নাই নাচুক—কিন্তু কথাবার্ত্তা ত কইত?

২য়। তা কথাবার্ত্তা কইতে দোষ কি? যোগেনবাবুর ছেলেবেলার বন্ধু সুরেশ—তার সঙ্গে যদি যোগেনবাবুর স্ত্রী কথা কন, আমি ত তাতে তত দোষ দেখি না—বিশেষ যখন যোগেনবাবুর ইচ্ছা।

১ম। না, দোষ এমন কিছু নয়—তবে যা ঘটেচে, তাই যা।

২য়। সেটা কি যোগেনবাবুর দোষ না সুরেশের দোষ? যোগেনবাবু সুরেশকে বন্ধু ভেবে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু সুরেশ এমন পাজি, এমন বিশ্বাস ঘাতক যে অক্লেশে এ দুষ্কার্য্যটা কল্লে! দোষ সুরেশের।

১ম। সুরেশ পুরুষ মানুষ, তার আবার দোষ কি ? লোকে যোগেন-বাবুকে এক ঘরে করে কি সুরেশকে একঘরে করে, দেখা যাবে।

২য়। লোকের পায়ে নমস্কার—সুরেশকে এক ঘরে কেন কর্‌বে—পুরুষ মানুষের সাত খুন মাপ!—আমার বিবেচনায় স্ত্রীলোকের যেমন সতী হওয়া আবশ্যক, পুরুষের তেম্নি সৎ হওয়া উচিত। অন্যথা কল্লে উভয়ের সমান অপরাধ।

১ম। আমরা মূর্খ—অত বুঝে উঠতে পারি না। এখন কেন বেরইয়ে গেল কিছু শুনেচ ?

২য়। না; নানা লোকে নানা কথা বলে। কেউ বলে, যোগেনবাবু দেখতে পাত্তেন না, কেউ বলে ননদের সঙ্গে ঝগড়া—কেউ বলে সুরেশের সঙ্গে ছেলে বেলা হতে জানা শুনা ছেলো। আসল কথা ঠিক বল্‌তে পারি না।

১ম। আসল কথা এইবার জানা যাবে—ঐনা বিন্দি আসছে, ওকে জিজ্ঞাসা কল্লেই সকল কথা জানা যাবে।

[বিন্দির প্রবেশ]

বলি বিন্দু নাকি, ভাল আছিস ত ?

বিন্দি। আমাদের আর ভাল কি দাদা মশায় ?

১ম। বলি কেন, কেন ?

বিন্দি। এই চল্লুম, দেশে য়াচ্চি—আর তোমাদের কলকেতা মুখো হচ্চি না।

১ম। কেন গো কলকেতার উপর এত রাগ কেন ?

বিন্দি। বিশ বছর এক জায়গায় মানের সঙ্গে কাটালুম—সেই ঢের, শেষ কালে কি অপমান হ'বো ?

১ম। কেন, কি হয়েচে—কে অপমান করেচে ?

বিন্দি। অপমান কেউ করেনি। থাকলে কর্‌তো। এই দিদি-ঠাকরুণের কথা বলচি। তাঁর জ্বালায় বাড়ির বউ ছুটে পালায়, আমরা ত দাসী চাকর।

১ম। হাঁ, এই যে তোমার কাছে পাকা খবর পাওয়া যাবে—বলি বউঠাক্‌রুণ বেরইয়ে গেল কেন ? নানা লোক ত নানা কথা বলছে ? বাবু কি দেখতে পাত্তেন না ?

বিন্দি। বাবু চোকের আড় কত্তেন না—তা হ'লে হয় কি, বউটা ননদের জ্বালা সইতে পাল্লে না—তাই বের হয়ে গেল।

১ম। বয়ের রীত চরিত্র কেমন ছিল? বড় না বেহায়া বাচাল ছিল?

বিন্দি। ওমা ঘেন্নার কথা!—এই বল্লেম, সহর খুঁজে একটা অমন বউ বের করত দেখি? সেই বিয়ের দিন থেকে দিদিঠাকরুণ যে ব্যাভার কত্তেন, তা দেখে আমরা কেঁদে মত্তুম—তা বউঠাকরুণের মুখে একদিন কেউ শুনেচে? অমন কথা মুখে এনো না!

১ম। পাঁচ জনে বলে তাই বলচি—

বিন্দি। পাঁচ জনের মুখে ছাই—আমি রাত দিন কাছে কাছে থাক্‌তুম—কৈ আমি কখন তেমন দেখিনি! আহা, ছেলেটি হয়ে অবধি আমাকে হাত ধরে নড়ে চড়ে বলতো, বিন্দুঠাকুরঝি—আমি যদি মরে যাই ত আমার বিজয়কে দেখো? তা কি কর্ব্বো, সে বাড়িতে আমার আর এক দণ্ড থাক্‌তে ইচ্ছে করে না! (রোদন)

১ম। আচ্ছা, শুনতে পাই সুরেশের সঙ্গে আগে থাক্‌তে জানাশুনে ছিল, তার সঙ্গে পরামর্শ করে যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে গেছে।

বিন্দি। পোড়া কপাল আর কি—সুরেশের সঙ্গে বেরুতে যাবে কেন? আর গহনার রাশ যেমন তেমনিই আছে—দু এক খানা যা গায়েছিল, তাই নিয়ে গেছে। যদি সুরেশের সঙ্গে মতলব করে বেরুবে, তা হ'লে কি আর গহনা গাঁটি কিছু রেখে যেত?

১ম। তবে সুরেশ তোমাদের বয়ের সঙ্গে যুটল কি করে?

বিন্দি। তা বাবু ভগবান জানেন। সে যে হারামজাদা লোক, আমি তার চাউনি দেখে তা বুঝতে পেরে ছিলুম। হয় ত কেমন করে সন্ধান করে পেছু নিয়েচে।

২য়। যে দিন বউঠাকুরুণ বেরইয়ে যায়, সে দিন ঝগড়া ঝাঁটি কিছু হয়েছিল?

বিন্দি। ঝগড়া?—সেই দিন সকালে দিদিঠাকরুণ এমুনি গাল টিপে ধরে ছিলেন যে, আমরা ছাড়াতে পারি না। কশ দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে লাগলো। আমি তখনি জানি, একটা কাণ্ড হবে। তার পর রাত্রে খিড়কী খুলে বেরইয়ে গেছে।

১ম। তবে ননদই তোমাদের বউঠাকুরুণকে তাড়িয়েচে ?

বিন্দি। তা না ত কি ? কিন্তু দেখো বাবু, এ সকল কথা যেন প্রকাশ করো না। যা হোক, বিশ বছর ত নুন খেয়েচি—তা মনিবের ঘরের কথা কারুর কাছে বলতে পারব না—দাদা মশায় কথা পাড়লে তাই বল্লুম—

১ম। না, আমরা আর কাকে বল্‌বো ?

বিন্দি। (যাইতে যাইতে) আমরা তেমন মানুষ নই—মনিবের কথা পেটে পচবে, তবু কাঁউকে বলতে পারব না। এখন আসি দাদামশায় বেলা হলো !

১ম। হাঁ এস—আমরাও যাই।

দ্বিতীয় অঙ্ক—পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

যোগেনবাবুর পাঠ-গৃহ।

যোগেন। আশ্চর্য্য এই, সুরেশ এ কাজ কল্লে ? যাঁকে আমি ভায়ের মত দেখতুম, তার এই ব্যবহার ? সকলই ভবিতব্য—নইলে দিদি অকারণে সরোজার উপর এত অত্যাচার কেন কত্তো ! আমি দিদিকে কখন কিছু বলিনি, কিন্তু এইবার বল্‌বো। দিদিকে দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়—মনে হয়, দিদির দোষে সরোজা আমায় ছেড়ে গেছে।

[জয়তারার প্রবেশ।]

জয়তারা। যোগেন শুনেচো ? ছুঁড়ি সুরেশের সঙ্গে বেরইয়ে গেছে।

যোগেন। শুনিছি।—ও কথায় আর কাজ নেই।

জয়তারা। মা গো, অবাক্ কল্লে, কোলের ছেলে ফেলে হাবাতে ছুঁড়ি গেলো কি করে ? ছুঁড়িকে ধরে এনে পঞ্চাশ ঘা ঝাঁটা মাল্লে তবে রাগ যায়।

যোগেন। দিদি, মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন ? যতদিন এখানে ছিল, জ্বালা যন্ত্রণায় ত্রুটি করনি—এখন তাকে তাড়াইয়েও নিষ্কৃতি নেই ?

জয়তারা। বটে, আমি তোমার বউকে জ্বালা যন্ত্রণা দিয়েচি ? আমি তাকে তাড়াইয়েচি ? আমি তার গলা ধরে বলেছিলুম যে তুমি সুরেশের

সঙ্গে বেরইয়ে যাও ? না বাবু—আমার আর এখানে এক দণ্ড থাকা নয়। কোন দিন আবার বল্‌বি যে দিদি হাঁড়ী খায়!

যোগেন। তা সেই বেশ কথা। আসচে মাস হতে তোমার বাড়িতে তুমি থেকো।

জয়তারা। আমি এখনি যাবো। এক সঙ্গে থাকবি নি তাই বল্লেই হয়, তা নয় আমার অখ্যাতি করে বিদায় করা। তোমার ঘরকন্না দেখে-শুনে নিও আমি চল্লেম। [প্রস্থান]

যোগেন। তাইত কাজটা কি ভাল হ'লো? তা মন্দই বা কি? আলাদা বাড়িতে থাকা এই যা। স্নেহের ব্যতিক্রম না হ'লেই হ'লো। শিক্ষার অভাবে স্ত্রীলোকের দ্বারা সংসারে কতই অনিষ্ট হয়। যা হবার হয়েচে; বৃথা কাতর হয়ে ফল কি?—আজ অতুলের আসবার কথা আছে, কিন্তু এখনও এলোনা কেন? বোধ হয় আসতে পাল্লে না। কেও? ভিতরে এস—

(অতুলের প্রবেশ।)

এত দেরি হলো যে,—কেমন আছ?

অতুল। এ কষ্ট ত আর সহ্য হয় না। আমার কি উপায় কল্লেন?

যোগেন। আমি ত বড় সুবিধা দেখি না। তুমি ছাড়া অন্য সাক্ষী নেই—সুরেশ যদি অস্বীকার করে—আদালত তোমার কথা গ্রাহ্য কর্‌বে না।

অতুল। তা হোক—আমি না হয় ফাঁসি যাবো, তবু নির্দ্দোষী হয়ে অপরাধীর মত লুকাইয়ে থাক্‌তে পার্‌বো না। অদৃষ্টে যা থাকে হ'বে—আমি একবার দেখবো, আমার সাম্‌নে সুরেশ কি করে অস্বীকার করে।

যোগেন। দেখ, সুরেশ যে রকম লোক, সে স্বচ্ছন্দে অপরাধ অস্বীকার কর্‌বে, কিন্তু তখন তোমার উপায়ান্তর থাক্‌বে না।

অতুল। কলিতে যদি অধর্ম্মের জয় হয়, তাই হবে।

যোগেন। তুমি আমায় কি কত্তে বলো?

অতুল। সুরেশকে ধরে আনাইয়ে, যাতে একটা বিচার হয়, তাই করুন। আমি ত উপস্থিত আছি—সুরেশের জন্য ওয়ারেণ্ট বের করে দিন।

যোগেন। আমার কি উচিত? লোকে বল্‌বে—সুরেশের উপর আমি শত্রুতা সাধ্‌চি। আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।

অতুল। তবে আমার উপায় কি হবে? আমার টাকা নেই—কে আর আমার সাহায্য করবে? আপনি যদি সাহায্য না করেন, আমি আত্মহত্যা কর্‌বো। এ যাতনা ত আর সহ্য হয় না।

যোগেন। স্থির হও অতুল। হতাশ হইও না। আমি এর উপায় কচ্ছি। আমি এক জন উপযুক্ত উকিলকে পত্র দিচ্চি—তিনি বিনা অর্থে তোমার সকল বন্দোবস্ত করে দিবেন।

অতুল। আপনি যা ভাল বিবেচনা করেন, তাই করুন।

যোগেন। (পত্র লিখন) তুমি ভবানিপুরের অভয় বাবুর বাড়ী চেন?

অতুল। চিনি।

যোগেন। তাঁকে এই পত্র দিলে—তিনি সকল বন্দোবস্ত করে দিবেন। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

অতুল। যে আজ্ঞা। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন; আমি তবে আসি।

[অতুলের প্রস্থান]

যোগেন। তাই ত, সুরেশের কথা ভাবতে গেলে, ভয় হয়। ভদ্র-লোকের ঘরে, লেখা পড়া শিখে এমন ভয়ানক লোকও হয়? আমার সঙ্গে ছেলে বেলা হতে প্রণয়—আমার প্রতি এই ব্যবহার! সরোজার বাপ সুরেশকে পুত্রের মত স্নেহ কত্তেন, তাঁকে হত্যা করেচে—আর অতুল নিরপরাধী তার স্কন্ধে নরহত্যা অপরাধ ন্যস্ত করে তাকে বিপন্ন করে তুলেচে। মনুষ্য চরিত্র বোঝা ভার। কে বল্‌বে যে সুরেশ এ সকল গর্হিত কাজ কত্তে পারে? অমন দেবতার মত মূর্ত্তি, তার ভিতর রাক্ষসপ্রকৃতি হঠাৎ বিশ্বাস হয় না। যা হোক—সুরেশের পরিণাম যে কি, তা বিধাতাই জানেন। আমি তোমায় ক্ষমা কল্লুম সুরেশ, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ। আমি তোমার অনিষ্ট ইচ্ছা কিছুই করি নি—যতটুকু আমার কর্ত্তব্য, আমি তাই করেছি। তুমি যদি তোমার কার্য্যোচিত ফল ভোগ কর—তাতে আমার অপরাধ কি? না জানি সরোজার অদৃষ্টে কত কষ্টই আছে!

দ্বিতীয় অঙ্ক—ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

সুরেশের বাসাবাটী।

সরোজা।

সরোজা। আমার এ কুমতি কেন হলো? কেন আমি স্বামীর গৃহ ত্যাগ করেছিলুম? অমন স্বামীর প্রতি কেন বিশ্বাস হারিয়েছিলুম? হাজার জ্বালা যন্ত্রণা থাক—তবু স্বামীর ঘরে স্ত্রী সর্ব্বময়ী;—আগে বুঝিনি এখন বুঝচি, কি ভয়ানক ভুলই করেচি। এ জীবনে আর সে ভুল সোধরাবার নয়। আগে আমাকে সকলেই সম্মান করতো, এখন আর কেউ গ্রাহ্য করবে না। লজ্জার মাথা খেয়ে কেমন করে লোকের কাছে মুখ দেখাব, কত দিনে এ কষ্ট দূর হবে?—এ দুঃখের শেষ নেই।

(সুরেশের প্রবেশ।)

সুরেশ। কেমন আছ সরোজা?

সরোজা। আবার তুমি এসেছ? তুমি না থাক্‌লে আমি বেশ থাকি। কেন আমায় জ্বালাতন কত্তে এস?

সুরেশ। আমার উপর কি রাগ যাবে না?

সরোজা। যত দিন বেঁচে থাক্‌বো, তত দিন ত নয়?

সুরেশ। আমি কি এমন অপরাধ করেছি?

সরোজা। তুমিই ত আমার সর্ব্বনাশ করেছ! তুমিই ত আমার স্বামীর দোষের কথা বলে আমার কুমতি জন্মিয়ে দিয়েছিলে। আমি মেয়ে মানুষ—ভাল মন্দ যেন বুঝতেই পারিনি, কিন্তু তোমায় ধিক্! তুমি পুরুষ মানুষ হয়ে আমায় বারণ করতে পারনি? আমার স্বামীর সঙ্গে ছেলে বেলা হতে তোমার সঙ্গে না বন্ধুত্ব? তাঁর প্রতি এ আচরণ করতে তোমার লজ্জা হলো না?

সুরেশ। যথেষ্ট হয়েছে—আর কেন? ক্ষান্ত দাও। আমি ধর্ম্মমন্দিরে বক্তৃতা শুনতে আসিনি, দু দণ্ড আমোদ আহ্লাদ করবার জন্য এসেছি।

সরোজা। তুমি এখান হতে দূর হও। আমি অসহায়া, তাই এ সকল কথা বলতে সাহস করচ।

সুরেশ। আমি যদি দূর হব তবে তোমার দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার কি করে চলবে।

সরোজা। আমার গয়না আছে, বেচে খাব।

সুরেশ। কেন গয়না বেচে খেতে হবে কেন? আমার প্রতি প্রসন্ন হও—তোমার গয়না বেচতে হবে না, বরং কত নূতন গয়না হবে।

সরোজা। তুমি আমার সুমুখ হতে দূর হও।

সুরেশ। রাগ কর কেন? রাগ কল্লে তোমারই ক্ষতি। মনে কর আজ যদি আমি তোমাকে তাড়িয়ে দিই—কাল তুমি দাঁড়াবে কোথা?

সরোজা। কেন গাছতলাত আছে?

সুরেশ। তবে তাই হবে। মনে করেছ গয়না আছে ভাবনা কি? কিন্তু তা হবে না। সমস্ত গয়না গুলিন এইখানে খুলে দিয়ে বাড়ী থেকে বেরুতে হবে; তখন বুঝবে যে গাছতলায় থাকা কত সুখ।

সরোজা। যে দিন থেকে স্বামীত্যাগ করে এসেছি, সে দিন থেকে আমার সকল সুখ ফুরিয়েচে। আমার পক্ষে অট্টালিকাও যা, গাছ-তলাও তা।

সুরেশ। মুখে অমন সকলেই বলে। এখন গয়না গুলিন খোল দেখি?

সরোজ। এই নাও।

সুরেশ। বালা খুল্লে না যে?

সরোজা। না আমি বালা খুলব না।

সুরেশ। ইস্! তাইত দেখ? তা থাক্, দুগাছা বালায় আর কদিন চলবে। এখন আমার বাড়ী হতে দূর হও।

সরোজা। যাচ্চি। [সরোজার প্রস্থান]

সুরেশ। তাইত! নিঃসম্বলে যে চলে গেল, ব্যাপার টা কি? কোন মানুষ জুটেচে না কি? ঝি ঝি শোন্ ত।

[ঝির প্রবেশ]

সরোজা কোথায় যায়—কি করে, নজর রাখবি। পেছু পেছু যা,—আমাকে সকল খবর এনে দিলে তোকে খুসি করব, বুঝলি?

ঝি। তার আর কি। এখনি সব খবর এনে দিচ্চি।

[ঝির প্রস্থান]

সুরেশ। (গহনা গুছাইতে গুছাইতে) যথালাভ, যাবে কোথা?

[সুরেশের প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যোগেনবাবুর বাটী।

শরৎ। তোমার এ বিয়েতে মত হয়েচে, শুনে আমার যে কতদূর আহ্লাদ হয়েচে, তা আর কি বল্‌বো। বিয়ে করে আবার সংসারী হবে, এতে সকলেরই আনন্দ।

যোগেন। ভাই—আমার এ বিবাহ কেবল সংসারী হবার জন্য। খোকার মুখ চেয়েই বিয়ে কত্তে সম্মত হয়েছি। বিজয় বড় হয়ে না বুঝতে পারে যে তার মা নেই, তাই আমার সংসারী হওয়া।

শরৎ। বিজয় এখন নিতান্ত ছেলে মানুষ—এখন থেকে তোমার স্ত্রীকে দেখলে—তাকেই মা বলে মনে কর্‌বে।

যোগেন। বিবাহ করা আবশ্যক বুঝচি, আর বিয়ের সমস্তই এক রকম স্থিরও হয়েচে—তবু মনে হয়, কি যেন একটা অন্যায় কাজ কত্তে যাচ্চি। এক পা আগু হই ত দশ পা পেছুতে ইচ্ছা হয়।

শরৎ। আর অন্য মত ক'রোনা। বিবেচনা করেই দেখনা, বিবাহ না কল্লে সংসারটা যে একেবারে ভেসে যাবে। ঝি চাকরের হাতে সমস্ত দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা যায়? বিশেষ খোকার কি তেমন যত্ন হবে?

যোগেন। বিজয়ের জন্যই ভাবনা—আমার মনে হয়, আমি যদি খোকার খাওয়া না দেখি—দাসীরা নিশ্চয়ই খাওয়াতে ভুলে যাবে। বিবাহ কল্লে সে বিষয় নিশ্চিন্ত হই।

শরৎ। তার আর সন্দেহ আছে? এ মেয়েটী আবার অতি লক্ষ্মী, এ বিবাহে তুমি নিশ্চয়ই সুখী হবে।

যোগেন। সুখী হবার কথা আর ব'লোনা—এ জীবনে সে সাধ আমার ফুরিয়েচে। সরোজাও গুণবতী ছিল।—শরৎ! আমার এ বিবাহ বিড়ম্বনা মাত্র। আমাকে বিবাহ করে সে সুখী হবে না।

শরৎ। তোমার মত স্বামী পেলে যে সুখী না হয়, তার স্ত্রী জন্মই বৃথা।

যোগেন। তোমায় বল্‌তে কি ভাই, আমি যে তাকে ভালবাস্‌তে পার্‌বো, তা তো বোধ হয় না।

শরৎ। তুমি ভাল না বাসতে পার, কিন্তু তোমার বিবাহিতা স্ত্রীকে যে তুমি অযত্ন কর্‌বে না, এ আমার স্থির বিশ্বাস।

যোগেন। অযত্ন কর্‌বো না নিশ্চয়—কিন্তু কেবল যত্ন কল্লে কি সে সুখী হবে?

শরৎ। সে তার অদৃষ্ট। যদি সে ভালবাসার যোগ্য হয়, তুমি তাকে না ভাল বেসে থাক্‌তে পার্‌বে না।

যোগেন। আচ্ছা শরৎ, সে যদি আমার বিজয়কে স্নেহ না করে? সপত্নী পুত্র বলে অযত্ন করে?

শরৎ। কেন বৃথা আশঙ্কা ক'চ্চো। সে বালিকা. তুমি তাকে যেমন শেখাবে সে তেম্‌নি শিখবে। স্বামীর দোষেই স্ত্রীলোকেরা মন্দ হয়।

যোগেন। সে কথা যথার্থ বটে।

শরৎ। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি ত ভবকে দেখেচ, সে কি দেখতে মন্দ?

যোগেন। তা ভাই আমার ঠিক স্মরণ হয় না। তবে, বোধ হয় কুৎসিৎ নয়।

শরৎ। মনে নেই, একি কাজের কথা? দেখে এলে আর মনে নেই?

যোগেন। আমি মিথ্যা বল্‌চি না। ভবকে দেখে আসা অবধি, আমি যে দিকে চাই, সেই দিকেই যেন সরোকে দেখতে পাই—তারই মূর্ত্তি রাত দিন যেন আমার চোকের উপর ভেসে বেড়াচ্চে। তাই ভবর কথা ভুলে গেছি।—আমি সরোজাকে বড়ই ভাল বাসতুম—সে গেছে, আমায় যেন মানুষের বার করে গেছে, কিন্তু সে কথায় আর ফল কি?

শরৎ। বাস্তবিকই সে কথায় আর আবশ্যক নাই। হাঁ ভাল কথা, আজ বৈকালে আমাদের বাড়ী যেও—মা অনেক করে যেতে বলেচেন।

যোগেন। ওবেলা আমার একটু কাজ আছে—চলনা এখন হয়ে আসি? মাসিমা কেমন আছেন?

শরৎ। একটু ভাল আছেন। বেশ কথা, এই বেলা চল।

তৃতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(সরোজার কুটীর)

সরোজা। আমি কি ছিলেম আর কি হয়েচি! বাবা কি কখন স্বপ্নেও ভেবেছিলেন যে তাঁর আদরের সরোজার আজ এই দশা হ'বে। সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। আমার কিসের অভাব ছিল—আর আজ কি না আমি এক মুটো অন্নের কাঙ্গাল!—কিন্তু বাবা আজ বেঁচে থাক্‌লে আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কত্তেন। আমি শত অপরাধে অপরাধী—আমি স্বামী ত্যাগ করেচি—গৃহ ত্যাগ করেচি, কিন্তু আমি ধর্ম্ম ত্যাগ করি নি। এ কথা আমার কে বিশ্বাস কর্‌বে? বাবা থাক্‌লে আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বল্‌তুম আমি অসতী নই। কেউ না বিশ্বাস করে, যিনি অন্তর্যামী তিনি ত জানেন? আর যে যাতনা সইতে পারি নি?—সকলকে দেখবার জন্য আমার বুক যে ফেটে যাচ্চে! ভগবান—আমাকে আর এ নরক যন্ত্রণা দিওনা। না বুঝে একটা দোষ করেচি—আমায় ক্ষমা কর। আমার বিজয় কেমন আছে? তাকে কি আর এক বার দেখতে পাবনা? আমার ইচ্ছা হয়, ছুটে গিয়ে স্বামীর চরণে লুটিয়ে পড়ি—তিনি দয়াময়, আমাকে পায়ে ঠেল্‌বেন না, কিন্তু ঠাকুরঝির কথা মনে হ'লে, আর যেতে সাহস হয় না।

[সুরেশের প্রবেশ।]

সুরেশ। কে সরোজা না? বলি চিন্তে পার? তোমার এ দশা কবে হ'তে? সে শ্রী নেই—সে চেহারাই নেই। মাইরি, তোমায় দেখলে আর চেনা যায় না।

সরোজা। আমি এ কুঁড়ের ভিতর আশ্রয় নিয়েচি—এখানেও তুমি? যমালয়ে না গেলে আর তোমার হাতে নিষ্কৃতি নেই।

সুরেশ। বালাই, অমন কথা বল্‌তে আছে? তোমার এমন দশা হয়েচে, আমাকে জানাওনি কেন? এ কি তোমার মত রূপসীর থাকবার স্থান! আমার উপর রাগ করে চলে এলে—আমি মনে করেছিলুম তবে বুঝি একটা কিনারা হয়েছে—তা এখনত দেখলে, এক পয়সা দিয়ে কেউ খোঁজ কর্‌লে না—আর কেন, আমার সঙ্গে চল?

সরোজা। দুঃখীর সহায় ভগবান। আমি দাসীবৃত্তি কর্‌বো— না হয় না খেতে পেয়ে মর্‌বো—তবু তোমার সাহায্য চাই না।

সুরেশ। হাঁ তা বটে—শরীরে জোর আছে ভাবনা কি? তা জয়তারার এক জন দাসীর দরকার—দেখনা কেন?

সরোজা। সে বাড়ীতে কি আমার আর স্থান আছে—নইলে দাসী হয়েও সেখানে থাক্‌তে আমার ইচ্ছা করে।

সুরেশ। হাঁ ভাল কথা;—নূতন বউ এসেচে দেখতে যাবে? যোগেন যে আবার বিয়ে করেচে। এবার আর তোমার ননদের জ্বালা যন্ত্রণার ভয় নেই। যোগেন আগে থাক্‌তে জয়তারাকে তাড়িয়েচে। সে তার নিজ বাড়ীতে থাকে? কি বল? জয়তারার কাছে থাক্‌বে, না নতূন বয়ের কাছে থাকবে?

সরোজা। কেন আমাকে জ্বালাতন কচ্চো? তুমি যাও, তোমার পায়ে পড়ি।

সুরেশ। যোগেন তোমায় দেখলে চিন্তে পার্‌বে না, সেইখানে যাও না—বিন্দির মত থাক্‌বে।

সরোজা। আমি তাঁর কাছেই থাকি—আর দূরেই থাকি, আমি ত তাঁরই দাসী।

সুরেশ। নতূন বয়ের দাসী হওনা—বেশ আদরে থাক্‌বে।

সরোজা। তোমার কাছে সাহায্য নেওয়ার চেয়ে তাও ভাল।

সুরেশ। (স্বগত) কিছুতেই যে বাগ মানেনা—এমন একগুঁয়ে মেয়েমানুষত দেখিনি। আজ যে সকল কথা বল্লুম তাতে মগুার পাক মরে কি না। (প্রকাশ্যে) আজ চল্লুম—আর এক দিন আস্‌বো।

[সুরেশের প্রস্থান।]

সরোজা। সত্যই কি তবে বিবাহ করেচ? এত দিন পরে দাসীকে একেবারে ভুলে গেলে? সকলই আমার অদৃষ্ট! নইলে আমি যে স্থান অধিকার করেছিলাম—আজ সেখানে আর এক জন কেন? না জানি কোন্ ভাগ্যবতী এমন স্বামী পেলে। আমি তোমায় চিন্তে পারিনি—কিন্তু এখন বুঝচি আমি কি নিধিই হারিয়েচি!—বিবাহ করেচ, ভালই করেচ তবে দুঃখ এই—একবার বিজয়ের মুখের দিকে চাইলে না; সে যেন

আমার গর্ভে জন্মেছিল—কিন্তু তোমার ত সন্তান বটে। একবার ভাবলেনা, সতীনের পুত্র বলে তোমার স্ত্রী তোমারই সন্তানকে ঘৃণা করবে, হয় ত কত কষ্টই দেবে, শেষে তোমার চক্ষের বিষ করে তুলবে।—তাই ত কি হবে? আমি কেমন করে নিশ্চিন্ত হই। আমা'র যে দশা, দু দিন পরে পেটের দায়ে দাসীবৃত্তি কত্তেই হবে—তবে আর বিলম্ব করি কেন? ঠাকুরঝি আর সে বাড়ীতে থাকেন না—তবে আর আমাকে কে চিন্‌বে? আমি ত আর তাঁর সাম্‌নে বেরুব না—বউও নতুন—বেশ সুবিধা হয়েছে। পরমেশ্বর বুঝি মুখ তুলে চাইলেন। বিজয়কে কোলে করে প্রাণ জুড়াবো—আর—এক এক বার আড়াল হতে তাঁকে প্রাণভরে দেখবো।

[সরোজার প্রস্থান।]

তৃতীয় অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠ।

ভব ও যোগেন।

ভব। আচ্ছা, তোমাকে ছেড়ে সরোজা গেল কেন? তুমি বুঝি তাকে ভালবাসতে না?

যোগেন। না ভব, আমি সরোজাকে বড়ই ভালবাসতুম। এখনও তার কথা শুন্‌তে ভাললাগে।

ভব। তবে সে এমন সুখের সংসার ছেড়ে গেল কেন?

যোগেন। কেন ছেড়ে গেল তা আজও আমি বুঝতে পারি নি।

ভব। তবে যে শুনেছিলাম ঠাকুরঝির জ্বালায় সে চলে গেছে তা কি সত্যি?

যোগেন। অনেকে তাই মনে করে বটে, কিন্তু আমার মনে সে কথা লাগে না। দিদি তাকে অনেক জ্বালা যন্ত্রণা দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সে সকল কষ্ট সরো এক দিনের জন্য কষ্ট বলে মনে করে নি। তার অনেক গুণ ছিল।

ভব। গুণত কত, তাই এমন স্বামী ছেড়ে, এমন ঘর কন্না ফেলে চলে গেছে!

যোগেন। তুমি জাননা, তাই তাকে বৃথা তিরস্কার কচ্চো। মেয়েমানুষ বুঝতে না পেরে একটা কাজ করে ফেলেচে। আমিত তার দোষ তত দেখি না।

ভব। হবে! তোমরা পুরুষ মানুষ, অনেক বুঝতে পার।

যোগেন। আমার ত মনে হয় যত দোষ স্বরেশের, সে তখন এখানে থাক্‌ত, সেই সরোজার সর্ব্বনাশ করেচে; আমি ছেলে বেলা থেকে তাকে ভালবাসতুম।

ভব। স্বরেশকেও তুমি ভালবাসতে?—তুমি যাকে ভালবাসতে সেই দেখচি তোমার পর হয়েচে।

যোগেন। সেই জন্যই ত ভয় হয়, পাছে তুমিও পর হয়ে যাও।

ভব। তুমি কি আমায় ভালবাস?

যোগেন। (সস্নেহে) কি বোধ হয়?

ভব। তুমি আমাকে ভালবেসো না। আমি তোমার পর হ'তে ইচ্ছা করি না; আমি তোমায় অম্নি ভালবাসবো।

যোগেন। এই গুণেই ত তোমায় ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

ভব। কিন্তু যাই বল, এমন ছেলে ফেলে যাওয়া সরোজার ভাল হয় নি।

যোগেন। ঐ কথাটি মনে হ'লে সরোজার উপর অভক্তি হয়।—বিজয় কেমন আছে?

ভব। আজ সকাল হ'তে আর কাশে নি; কিন্তু দিন দিন যেরূপ কাহিল হচ্চে—আমার ত ভয় হয়। আজ এ বেলা ডাক্তার বাবু আসবেন?

যোগেন। আসবেন বই কি। আসবার সময়ও হয়েচে। খোকা মাচের তেল খাচ্চে ত?

ভব। খাচ্চে বই কি। খেতে চায় না, কত ভুলিয়ে তবে খাওয়াই।

যোগেন। ডাক্তারবাবু বলেচেন, কাশির ব্যায়াম এখন থেকে বিশেষ যত্ন না কল্লে—পরে শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। চল বিজয়কে দেখিগে।

[ভব ও যোগেনের প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক—চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সরোজার কুটীর।

(সুরেশ মদ্যপানে নিযুক্ত।)

সুরেশ। কৈ দেখতে পেলি নি? কোথা গেল ফের দেখ।

ঝি। আমি বেশ করে খুঁজলুম—দেখতে পাচ্চি না।

সুরেশ। আমি যে তোকে একশ বার বলেছিলুম. ভাল করে নজর রাখবি—তা বুঝি এই? ভাল করে দেখ, পাড়ার পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসা কর, দাঁড়ায়ে কেন?

ঝি। বাবু আমার ওপর মিছে রাগ কচ্চো—

সুরেশ। হারামজাদা মাগী আবার কথা কয়—যেথা পাস বেরকর,

ঝি। [নীরবে প্রস্থান।]

সুরেশ। (মদ্যপান করিতে করিতে) আজ হয় এস্পার নয় ওস্পার। ছুঁড়ি কিছুতেই জব্দ নয়, কিছুতেই বাগ মানে না। আজ বাগানে নিয়েত ফেলি, তারপর বোঝাপড়া। আ মর! ঝি মাগীর যে আর দেখা নেই। ঝি, ঝি। [ঝির প্রবেশ]

ঝি। বাবু আর কেন, পাখী শেকল কেটেচে।

সুরেশ। সে কিরে?

ঝি। সকলে বল্‌চে যে সে গঙ্গায় ডুবে মরেচে। এখন চল, পুলিষে খবর গেছে, তারা আবার এখনি আসবে।

সুরেশ। বটেরে মাগী আমি ন্যাকা? কিছু বুঝতে পারিনা মনে করেছিস। এ তোর কাজ; তুই টাকা খেয়ে আর কারো সঙ্গে জোটাজোট করে দিয়েছিস। এতদিন আমার টাকা খেলি কি এই জন্য? আজ তোকে খুন কর্‌বো। (উত্থান)

ঝি। তোমার দিব্বি বাবু—আমি কিছু জানি না।

সুরেশ। শালী, ফের মিছে কথা—(প্রহার)

ঝি। ওগো. তোমরা' দেখো গো, আমায় খুন কল্লে গো;

সুরেশ। চোপরও (প্রহার)

[অতুল ও দুই জন ডিঃ পুলিস]

১ম ডিঃ। মাগীকে যে খুন কল্লে হে, ছেড়ে দেও ছেড়ে দেও!

সুরেশ। তোর কিরে শালা তোকে খুন কর্‌বো। (প্রহারে উদ্যত)

অতুল। এই সুরেশ, এই সুরেশ, গ্রেপ্তার কর।

১ম ডিঃ। তোমার নাম সুরেশ? তুমি আমাদের আসামী।

সুরেশ। আসামী!—কিসের আসামী?

১ম ডিঃ। তোমার নামে ওয়ারেণ্ট আছে।

সুরেশ। আমার নামে ওয়ারেণ্ট! তোমাদের ভুল হয়েচে। আমায় তোমরা চিন্তে পারনি।

অতুল। ঠিক চিন্তে পেরেচি। ভবানী বাবুকে খুন করেচ মনে নেই? আমায় চেন কি?

সুরেশ। দাওয়ানজি মশায়—তুমি শেষে এই কল্লে? এর কোন উপায় নেই কি?

২য় ডিঃ। উপায় ফাঁসিকাষ্ঠ! এখন চল।

[সুরেশকে গ্রেপ্তার করিয়া সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[যোগেনবাবুর বাড়ী—সরোজা]

সরোজা। স্বামীর গৃহে আজ আমি অনাহূত ভিখারী।—আমার বাড়ীতে—আমার ঘরে, আজ আমি চোর! এও কপালে ছিল। অন্য স্ত্রীতে আমার স্বামী আসক্ত, এই সন্দেহ করে, অভিমানে তাঁকে ত্যাগ করে গেছলুম—আর আজ আমার চকের উপর তিনি আর এক জনকে স্নেহ কচ্চেন, আদর কচ্চেন, কত সোহাগ কচ্চেন,—কিন্তু সকলই নিঃশব্দে সহ্য কত্তে হচ্চে। এই কৌচে বসে, তাঁর বুকে মাথা রেখে, যেমন করে ভালবাসার কথা বল্‌তুম—আজ আমার সতীন সেই কৌচে বসে তেম্‌নি করে ভালবাসার কথা কচ্চে। আমি যে বুকের ভিতর এ যাতনা চেপে রাখতে পারি না—আমার যে কান্না আসে। কিন্তু কাঁদ্‌তে পারি না একি

কম দুঃখ? ভয় হয়, পাছে আত্মপ্রকাশ হয়ে পড়ে—তা হ'লে হয়ত তখনি দূর করে দেবে। হে ঠাকুর, আমায় বল দেও, আমি যেন চোকের জল সম্বরণ কত্তে পারি। আমি যেন ধরা না পড়ি!

[ভবর প্রবেশ]

ভব। এই যে বামুণঠাক্রুণ! আমি যে তোমায় সেই অবধি খুঁজচি? কাল তোমার গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে উঠে গেছলুম—আজ বল্‌বে এসো শুনি।

সরোজা। এত রাত্তির অবধি যে আজ জেগে রয়েচ?

ভব। (ঈষৎ হাসিয়া) আজ ঘুম আসেনি।—বাবু যে বাড়ী নেই।

সরোজা। কোথা গেছেন?

ভব। আমাদের বাড়ী খেতে। আমারও নিমন্ত্রণ ছিল—তা বিজয়কে ফেলে ত আর দু'জনে যেতে পারি নি। তাই তিনি গেছেন।

সরোজা। রাত যে অনেক হয়েচে, শোওগে না।

ভব। তিনি না এলে আমার ঘুম হয় না, তাই ত তোমার গল্প শুন্‌তে এলুম।

সরোজা। যদি আরও অনেক দেরি হয়।

ভব। না, আর বেশী দেরি হবে না—তিনি জানেন যে, আমি তাঁর জন্য বসে থাক্‌বো সে জন্য কোথাও অধিক দেরি করেন না। এমন সোয়ামী কিন্তু কারুর কখন হবে না। যে দেখে সেই ভালবাসে—কেবল আমার সতীন ভালবাসতো না।

সরোজা। কে বল্লে?—ভালবাসতো বই কি।

ভব। ভালবাসলে আবার এমন সোয়ামী ছেড়ে সুরেশের সঙ্গে বেরিয়ে যায়?

সরোজা। সুরেশের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে কেন? সোয়ামীর উপর সন্দেহ করে, অভিমানে চলে গেছল।

ভব। মুখে আগুন তার সন্দেহের আর তার অভিমানের। এমন সোয়ামী—এমন ছেলে ছেড়ে যে যেতে পারে, সে সব কত্তে পারে।

সরোজা। তা বটে।

ভব। যে স্ত্রী বেরিয়ে গেছে, আর কেউ হলে সে স্ত্রীর কি আর নাম কর্‌তো? এখনও তার জন্য দুঃখ করেন।

সরোজা। বাবু এখনও সে অভাগীর জন্য দুঃখ করেন?

ভব। অভাগীই বটে! তার মরবার খবর পেয়ে কত দুঃখ কর্‌তে লাগলেন।

সরোজা। সরোজার মরবার খবর তোমরা কেমন করে পেলে?

ভব। কেন? তার খবর রাখবার জন্য যে লোক ছিল। এখান থেকে গিয়ে অবধি তার যতদূর নাকাল হবার তা হয়েচে। যে কাজের যে ফল। সুরেশ দিন কতক খেতে পর্‌তে দিয়েছিল, তার পর তাড়িয়ে দিলে। সেই দুঃখে গঙ্গায় ডুবে মরেচে।

সরোজা। আমরাও তাই শুনেচি। কিন্তু মরেচে কি নিশ্চয়?

ভব। মরেচে বই কি। তিন চার দিন পরে গঙ্গায় তার লাস ভেসে উঠেছিল যে।

সরোজা। বটে? সে খবর শুনে বাবু কি বল্লেন?

ভব। বল্লেন যে এত দিনে সরোজাও নিশ্চিন্ত হ'লো—আমারও একটা ভাবনা ঘুচল।

[যোগেনের প্রবেশ]

যোগেন। এখনও বসে রয়েচ? তুমি ত আমার কথা শুন্‌বে না—দেখছি শেষকালে একটা অসুখ করে বস্‌বে!

ভব। কৈ রাত তো বেশি হয় নি। আমি বামুণঠাকুরুণের সঙ্গে গল্প কর্‌ছিলুম। যাইনি বলে বাবা কিছু কি বল্লেন?

যোগেন। আমি বল্লেম, বিজয়কে এক্‌লা ফেলে দুজনে ত আস্‌তে পারি না—তাই আমি একা এসেচি। তিনি বল্লেন, বেস করেচ।

ভব। কি খেলে, কে কি বল্লে—চল শুনিগে (হস্ত ধরিয়া কক্ষান্তরে গমন)

সরোজা। মাগো, আর যে সইতে পারি না!

চতুর্থ অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যোগেনবাবুর বৈঠকখানা।

যোগেন। এই যে শরৎ, খবর কি? আমি তোমার জন্য বসে আছি।

শরৎ। যে রকম দেখ্‌লুম, তাতে ত বোধ হয়, অতুল নিশ্চয় খালাস পাবে—আর সুরেশের সাজা হবে। সে সমস্ত স্বীকার করেচে।

যোগেন। সুরেশ অপরাধ স্বীকার করেচে? কি বল্লে? আমি মনে করে ছিলুম যে সুরেশ সকল কথা অস্বীকার কর্‌বে।

শরৎ। ধর্ম্মের জয় চিরকাল। অতুল বেচারি নিরপরাধী, সে কেন কষ্ট পাবে বল।

যোগেন। সুরেশ কি বল্লে বলনা।

শরৎ। প্রথমেত আমরা মনে করেছিলুম যে সুরেশ কোন কথাই মান্‌বে না; কিন্তু অতুলকে সামুনে দেখে একেবারে যেন শুকিয়ে গেল! বল্লে যে আমি খুন করেছিলুম।

যোগেন। কেন খুন করেছিল বল্লে?

শরৎ। সরোজার বিয়ের কথা নিয়ে ভবানীবাবুর সঙ্গে সুরেশের ঝগড়া হয়। ভবনীবাবুকে সুরেশ অপমানের কথা বলে—তাই তিনি দরওয়ান দিয়ে সুরেশকে বাড়ী থেকে বেরকরে দেন। সুরেশ বলে, সেই রাগে আমি তাঁকে খুন করেচি।

যোগেন। তাই ত কি ভয়ানক লোক! সামান্য কারণে একটা নর-হত্যা করেছিল। তুমি দেখো, সুরেশের ফাঁসি হবে। জুরিরা কি বল্লে?

শরৎ। জুরিরা দোষী বলেচে—কিন্তু জজ এখনও রায় দেয় নি। বোধ হয় এতক্ষণে রায় দিয়েচে।

[অতুলের প্রবেশ]

যোগেন। এস অতুল, খবর কি?

অতুল। মহাশয় আপনার অনুগ্রহে আমি আজ নিস্কৃতি পেয়েচি। অপরাধীর মত আর ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাক্‌তে হবে না। আজ থেকে আমার নূতন জীবন আরম্ভ হ'লো।

যোগেন। অতুল বড় সন্তুষ্ট হ'লেম যে তুমি নিস্কৃতি পেয়েচ। চাঁপা শুন্‌লে যে কত সুখী হবে তা আর বল্‌তে পারি না। চাঁপা শুনেচে?

অতুল। আজ্ঞে, আমি আদালতের ফেরৎ একেবারে এখানেই এসেচি—এইবার বাড়ী যাবো।

যোগেন। তবে আর বিলম্ব করোনা, এই বেলা যাও। তোমায় বল্‌তে কি,—তুমি খালাস পাবে আমার সে আশা ছিলনা। সুরেশ অস্বীকার কল্লে বড় বিপদ হ'তো।

অতুল। মশায়, উপরে ধর্ম্ম আছেন। ওর সাধ্য কি যে দোষ অস্বীকার করে? আর শুধু কি তাই, জুরিরা বলে ছিল যে সুরেশ বড়মানুষ, বিদ্বান ও সমাজের মান্যবান ব্যক্তি, এজন্য আদালত যেন অনুগ্রহ করে সুরেশের দণ্ডের লাঘব করেন।

শরৎ। আমি এ কথা শুনিনি। তার পর?

অতুল। জজ সাহেব বল্লে—নির্ব্বোধ লোক একটা দোষ কল্লে বরং দণ্ডের লাঘব করা যেতে পারে, কিন্তু সুরেশের অপরাধের মার্জ্জনা নাই। তিনি সুরেশের ফাঁসির হুকুম দিলেন।

যোগেন। একেবারে ফাঁসির হুকুম হ'য়ে গেল? আমি বরাবর আশঙ্কা কত্তেম—সুরেশের পরিণাম বড় ভয়ানক হবে; তাই হ'লো দেখচি। সকলই বিধাতার ইচ্ছা। যাও, আর বিলম্ব করোনা, তোমায় বাড়ীতে সকলে চিন্তিত হয়ে রয়েচে।

অতুল। আজ্ঞে তবে আসি—সন্ধ্যের পর এসে সকল কথা বল্‌বো। আশীর্ব্বাদ করি, রাজা হউন।

[অতুলের প্রস্থান]

যোগেন। ফাঁসিটা না হ'লে ভাল হ'তো।

শরৎ। তোমার এক কথা; পাপের উপযুক্ত শাস্তি হয়েচে। এখন এস।

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যোগেনবাবুর অন্তঃপুর।

চাঁপা। কি হবে বউঠাকরুণ? মা কালির কি দয়া হবে না?

ভব। তুমি ভয় পাচ্চ কেন চাঁপা? যে নির্দ্দোষী, ভগবান তার সহায়। নিশ্চয় অতুল খালাস পাবে।

চাঁপা। শুনিচি বড়মানুষে হাজার দোষ কল্লেও তার সাজা হয় না। বাবু কি বল্লেন?

ভব। তিনি বল্লেন যে অতুল নিশ্চয় খালাস পাবে। বামুণঠাক্‌রুণ! তুমি বুঝি চাঁপাকে জান না? চাঁপা অতুলের স্ত্রী।

সরোজা। যে অতুল ভবানীবাবুর দাওয়ান ছিল?

ভব। হাঁ। চাঁপার মত লক্ষ্মী বউ কখন দেখিনি। উনি বলেন, চাঁপার গুণেই অতুলের এ বিপদ হ'তে উদ্ধার হবার উপায় হ'লো।

চাঁপা। আজকের দিনটা ভালোয় ভালোয় না কাটলে, বিশ্বাস নেই।

ভব। তুমি কেন ভাবচো। তোমার সকল চেষ্টা, সকল পরিশ্রম স্বার্থক হবে। নইলে জান্‌বো যে দেশে ধর্ম্ম নেই—পাপ পুণ্যের বিচার নেই। ক'বছর ধরে মিছি মিছি কি কষ্টটাই পেয়েচ!

চাঁপা। নিজের বরাৎ—কার দোষ দেবো বল?

ভব। বামুণঠাকুরুণ, তুমি যদি চাঁপার মেহন্নতের কথা শোনো ত অবাক হয়ে যাবে। ভবানীবাবুকে অতুল খুন করেছিল বলে খুব গোল হয়, শুনে থাক্‌বে বোধ হয়।

সরোজা। হাঁ শুনে ছিলুম।

ভব। যা শুনেছিলে—সে সকল মিছে কথা,—অতুল খুন করেনি, আর এক জন খুন করেছিল। এত দিন কেউ জান্‌তো না—কেবল চাঁপার চেষ্টায় এতদিন পরে যথার্থ খুনী ধরা পড়েচে।

সরোজা। কে খুন করেচে?

ভব। সে কথা আর কি বল্‌বো—শুন্‌লে বুঝতে পার্‌বে, আমার সতীন এমন স্বামী ছেড়ে কেমন লোকের আশ্রয় নিয়েছিল।

সরোজা। তুমি কি বল্‌চো—আমি বুঝতে পাচ্চি না।

ভব। আর কি বল্‌বো, সুরেশের নাম শুনেচ? যার সঙ্গে আমার সতীন বেরিয়ে গেছে—তার এই কাজ।

সরোজা। এ্যাঁ বল কি?—তা এমন সর্ব্বনেশে লোককে বাবু বাড়ীতে ঠাঁই দিতেন!

ভব। এ কথা কি আগে জান্‌তেন? শুনিচি—চাঁপা প্রথমে একথা তাঁকে বলে। তিনি ত প্রথমে বিশ্বাসই করেন নি। না চাঁপা?

চাঁপা। হাঁ। তখন আবার সুরেশ এখানে থাক্‌তো। পাছে সে কিছু সন্দেহ করে, এই ভয়ে কত সাবধানে তবে রাত্রিতে আসতুম।

সরোজা। আচ্ছা তুমি একা আসতে কেন?

চাঁপা। একা না এসে আর কি কর্‌বো? সুরেশ এখানে ছিল বলে, তিনি ভয়ে আস্‌তে পাত্তেন না। কাজেই একা আস্‌তে হ'তো।

ভব। শুধু কি তাই—রাত একটা দুটা অবধি জাগতে হ'তো।

চাঁপা। বউঠাকুরুণ সে কথা আর বোলোনা। উনি বলেন, যোগেন বাবুর ঋণ আমি এজন্মে শুধ্‌তে পার্‌বো না। সেই রাত দুপুর একটা অবধি জেগে কাগজ পত্র দেখা।—বিনা পয়সায় কে এত করে বল দেখি।

[যোগেনের প্রবেশ]

যোগেন। চাঁপা এখানে বসে? অতুল যে খালাস হয়েচে—সে তোমায় খবর দেবার জন্য তাড়াতাড়ি চলে গেল।

ভব। অতুল খালাস হ'য়েচে? বেশ হয়েচে! আমি ত বলেছিলুম চাঁপা, যে অতুল নিষ্কৃতি পাবে। সুরেশের কি হোলো?

যোগেন। সুরেশের সাজা হবে। অতুলের নিষ্কৃতি হওয়ায় আমি সুখী হ'য়েচি, কিন্তু সুরেশের ফাঁসির হুকুম না হ'লে ভাল হ'তো।

ভব। সুরেশের ফাঁসির হুকুম হ'লো!

যোগেন। আর উপায় কি? মিছে ভাবনা। খোকা কেমন আছে?

ভব। আজ একটু ভাল আছে।

যোগেন। মাসিমা আজ আবার যেতে বলেচেন। শরৎ অনেক করে বলে গেছে। সে দিন যাওয়া হয়নি, আজ খোকা ভাল আছে—চল।

ভব। আমাদের ফিরে আস্‌তে কি দেরি হবে।

যোগেন। রাত দশটা ত হবেই।

ভব। তা বামুণঠাকরুণ রইল। যদি খোকার অসুখের মত দেখে, তখনি একজন লোক পাঠালেই হবে।

যোগেন। সেই বেশ কথা। [উভয়ের প্রস্থান]

চাঁপা। আমিও যাই বামুণ দিদি।

সরোজা। এসো।————

[চাঁপার প্রস্থান]

সরোজা। (স্বগত) মনে করেছিলুম স্বামীর ঘরে দাসীবৃত্তি করে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো; কিন্তু এখন দেখচি, এ ব্রত উদ্‌যাপন করা বড় সহজ নয়। প্রতি মুহূর্ত্তে তিল তিল করে হৃদয় যে দগ্ধ হচ্চে। সুরেশ আমার বাবাকে খুন করেচে, শুনে অবধি আমার বুক ফেটে যাচ্চে—প্রাণ ভরে কেঁদে যে একটু সান্ত্বনা পাবো, তার যো নেই। আমি যে এবাড়ীর বামুণঠাকুরুণ, সকল সময় তা মনে থাকে না। এত লুকোচুরী করেও আমাকে স্বামীর ঘরে থাক্‌তে হোলো! আমার সকল কষ্টের মূল সুরেশ—ভগবান তেম্‌নি তার শাস্তি দিয়েচেন। অতুলের স্ত্রী রাত্তিরে মকদ্দামার কাগজ পত্র দেখাতে আস্‌তো, সে কথা আমাকে কেমন উল্টো করে বুঝাইয়ে ছিল। এত দিনে বুঝতে পার্‌লুম—রাত্তিরে যে মেয়েমানুষ আসতো সে চাঁপা। সুরেশের মত ভয়ানক লোক ত কখন দেখি নি। ফাঁসি কিন্তু তার উপযুক্ত শাস্তি নয়! মলে ত সকল যাতনা ফুরায়। অমন স্বামীর মনে কষ্ট দিয়েচি—তাই বুঝি আমার মৃত্যু হচ্চে না?—

[ঝির প্রবেশ]

ঝি। বামুণ মা, খোকা বড় কাশচে।

সরোজা। চল যাচ্চি। এই এক বিপদ মাথার উপর। জানি না কপালে আরো কি আছে।

চতুর্থ অঙ্ক—চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(শয্যার উপর বিজয়।)

সরোজা। কি অসুখ কচ্চে বাবা?

বিজয়। আমার কেমন ভয় কচ্চে—আমায় ধর—আমি পড়ে যাবো যে?

সরোজা। পড়বে কেন? তুমি যে খাটে শুয়ে রয়েচ।

বিজয়। আমার বড় তৃষ্ণা পাচ্চে।

সরোজা। (জল লইয়া) এই নেও, জল খাও, আর দেবো?

বিজয়। (মস্তক সঞ্চালন করিয়া) না। (কিছু বিলম্বে) বামুণ মাসি!

সরোজা। কি বাবা?

বিজয়। তুমি কিছু শুনেচ?

সরোজা। কি শুন্‌বো ?

বিজয়। আমার কি আর একজন মা ছিল ?

সরোজা। (রুদ্ধ-কণ্ঠে) কে বল্লে তোমায় ?

বিজয়। (কিঞ্চিৎ পরে) না, এই ঝিয়েরা গল্প কচ্ছিল আমি শুনিছি। বল না ?

সরোজা। হাঁ ছিল—সে তোমাকে বড় ভালবাস্‌তো।

বিজয়। (ক্ষীণ-স্বরে) ভালবাস্‌তো যদি, তবে আমাকে ছেড়ে গেল কেন ?

সরোজা। সে যে মরে গেছে বাবা।

বিজয়। এ মা কি আমার সৎ মা ?

সরোজা। তুমি চুপ করে ঘুমাওনা বাবা, নইলে অসুখ কর্‌বে। বাবু এ সব কথা শুন্‌লে রাগ কর্‌বেন।

বিজয়। আমার মাকে যে বড় দেখতে ইচ্ছে হচ্চে।

সরোজা। তাঁরা নিমন্ত্রণে গেছেন এখনি আস্‌বেন। একটু স্থির হও।

বিজয়। এ মা কেন ?

সরোজা। ছি, চুপ কর—ও কথা বল্‌তে নেই।

ভবসুন্দরীর প্রবেশ।

ভব। বামুণঠাক্‌রুণ ! এখনও জেগে রয়েছ ? বিজয় কেমন আছে ?

সরোজা। তোমার যাবার পর একবার বড় কেশে ছিল।

ভব। এখন ঘুমুচ্চে না কি ?

সরোজা। না ঐরকম চুপ করে শুয়ে আছে।

ভব। এখন কেমন আছ বিজয় ? অমন চুপটি করে শুয়ে রয়েছ যে ?

বিজয়। (ক্ষীণস্বরে) কথা কইতে ভাললাগে না।

ভব। আচ্ছা কথা কয়ে কাজ নাই।

বিজয়। (ক্ষণেক পরে) মা—

ভব। কেন বাবা।

বিজয়। আমি কি বাঁচব না ?

ভব। সে কি কথা ? ও কথা বল্‌তে আছে ? ওষুধ খেলেই সেরে যাবে।

বিজয়। (ঘাড় নাড়িয়া) না—না আমি বুঝতে পেরেছি। নইলে সমস্ত রাত বামুণমাসী আমার কাছে বসে কাঁদে কেন?

ভব। তোমার বামুণমাসী তোমায় বড় ভালবাসে, তাই তোমার অসুখ দেখে কাঁদে।

বিজয়। তোমার চেয়েও আমায় কি বামুণমাসী জেয়াদা ভালবাসে? আমি মলে তুমি জেয়াদা কাঁদবে না বামুণমাসী জেয়াদা কাঁদবে?

ভব। ছি! ও সব কথা বল্‌তে নেই। দেখ তোমার বামুণমাসী কাঁদছে।

বিজয়। বামুণমাসী আমায় বাতাস কর—আমি ঘুমাই।

[পার্শ্ব পরিবর্ত্তন]

চতুর্থ অঙ্ক—পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শয়ন গৃহ।

ভব ও যোগেন।

ভব। কাল রাত্রে খোকার বড় ঘাম হয়েছিল,—এত ঘাম হয়েছিল যে সমস্ত বিছানা ভিজে জাব হয়ে গিয়েছিল।

যোগেন। আজ সকালেই শরৎ ডাক্তার নিয়ে আস্‌বে। আর কোন অসুখ হয় নি ত?

ভব। না। কাল যদি খোকার কথা শুন্‌তে ত বল্‌তে এত কথা কোত্থেকে শিখলে। বামুণঠাক্‌রুণকে একেবারে কাঁদিয়ে দিয়েছিল।

যোগেন। কি বলেছিল?

ভব। তা আর কি বল্‌ব। বলে, আমি বুঝতে পেরেছি, আমি আর বাঁচব না। আর সব কথা বার্ত্তা ঠিক যেন বড়মানুষের মতন।

যোগেন। এ সব ব্যারামে এই রকমই হয়।

ভব। বামুণঠাক্‌রুণ খোকাকে কি ভালইবাসে। সমস্ত রাত বিজয়ের কাছটিতে বসে থাকে।

যোগেন। সমস্ত রাত বসে থাক্‌বার ত দরকার নেই। তাকে বারণ কর্‌তে পারনা। ভদ্রলোকের মেয়ে শেষে কি একটা রোগ করে বস্‌বে?

ভব। সে কি কারুর কথা শোনে? বিজয়ের মতন তার একটি ছেলে ছিল। সেটি মারা গেছে, তাই বিজয়কে অত ভালবাসে—এক দণ্ড চোকের আড় করে না। মাইনের টাকা থেকে কত যে খেলানা কিনে দিয়েছে তা আর কি বল্‌ব।

যোগেন। বিজয়কে ভালবাসে—যত্ন করে সেই ঢের—তার উপর গরিব মানুষের পয়সা পর্য্যন্ত নিলে চল্‌বে কেন? তুমি বারণ করে দিও; ব'লো, বাবু শুনে বড় বেজার হয়েছেন।

ভব। তা বল্‌ব। কিন্তু বিজয়কে সে যে ভালবাসে, বারণ কর্‌লে দুঃখ কর্‌বে; এই অসুখ বেড়ে অবধি বামুণঠাক্‌রুণের নাইবার খাবার সময় পর্য্যন্ত নেই। বিজয় বলে, বামুণমাসী সমস্ত রাত্তির তার কাছে বসে কাঁদে।

যোগেন। সে কি কথা! আমি ওসব ভালবাসি নি। তাই বিজয় ভয় পেয়েচে। ফের এ রকম হলে, বামুণঠাক্‌রুণের এখানে থাকা হবে না।

ভব। আমি বারণ করে দেবো।

[শরতের প্রবেশ]

শরৎ। বাইরে ডাক্তারবাবু তোমার জন্যে বসে আছেন।

যোগেন। চল যাচ্চি।

[প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৈঠকখানা।

(ডাক্তার, যোগেন ও শরৎ।)

যোগেন। ডাক্তার সাহেব কি বল্লেন?

ডাক্তার। বল্লেম ব্যারাম কঠিন, রক্ষা পাবে না।

যোগেন। তা ত দেখতে পাচ্চি। উপস্থিত বিপদের আশঙ্কা আছে?

ডাক্তার। বিপদের আশঙ্কা প্রতি মুহূর্ত্তে।

শরৎ। ডাক্তারবাবু, আপনি যা অনুভব করেন তাই বলুন। যোগেন বুদ্ধিমান লোক, এর কাছে প্রকৃত ঘটনা গোপন করার আবশ্যক নাই।

ডাক্তার। আর কি বলব। Lungএ যেরূপ cavety হয়েছে, তাতে ত জীবনের কিছুমাত্র আশা নাই। আজকের দিন যে কাটে, এমন ত বোধ হয় না।

যোগেন। আপনি একবার বিকালে আস্‌বেন?

ডাক্তার। এসে কোন প্রতিকার কর্‌তে পার্‌ব না—তবে বল্‌ছেন,—আসব। এখন আসি, Good bye.

[ডাক্তারের প্রস্থান]

যোগেন। শরৎ! এত দিনে সরোজার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হতে চল্লো।

শরৎ। যা বিধাতার ইচ্ছা তাই হবে।

যোগেন। তা ত জানি। তবে সকল সময় মন বোঝে না এই দুঃখ। তুমি আমাদের নূতন বামুণঠাক্‌রুণকে দেখেচ?

শরৎ। দেখেচি বোধ হয়—কেন বল দেখি?

যোগেন। হঠাৎ দেখলে যেন সরোজার মতন আদল আসে।

শরৎ। তোমার আর ক্ষেপতে বাকি নাই।

যোগেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের চেহারার মিল আছে, এ কথা বল্‌তেও দোষ! এস একবার বিজয়কে দেখিগে।

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[রুগ্নশয্যায় বিজয়,—ভব ও সরোজা।]

বিজয়। মা কোথা?

ভব। এই যে বাবা।

বিজয়। বামুণমাসী কোথা?

ভব। এই যে তোমার পাশে বসে।

বিজয়। বাবা কই? বাবাকে একবার ডাক না।

ভব। তিনি এখনই আসবেন।

বিজয়। এই বেলা ডাক, এর পর বাবার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

ভব। ছি! ও কথা বল্‌তে নাই। আমি এখনই ডেকে আন্‌ছি।

[ভবর প্রস্থান]

বিজয়। বামুণমাসি! তুমি অত কাঁদ্‌ছ কেন? কৈ মা ত অত কাঁদ্‌ছে না। বাবা এখনও এলো না। আমার প্রাণ যে কেমন কর্‌ছে। একবার মাকে ডাক না।

সরোজা। আমি যে তোর মা—আমাকে চিন্তে পারিস নি। একবার ভাল করে দেখ। একবার মা বলে ডাক। আয় তোকে বুকে করি। (বক্ষে গ্রহণ) আমি যে তোকে এক দণ্ড চোকের আড় কর্‌তে পারি নি। তোকে ছেড়ে কেমন করে থাকবো বাবা।

[জয়তারার প্রবেশ]

সরোজা। (ত্রস্তভাবে উঠিয়া) তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুরঝি. আমায় আজকের দিনটে থাক্‌তে দাও, কাল সকালে এখান থেকে চলে যাবো।

জয়তারা। (সবিস্ময়ে) কে বউ! বউ না; ওঠ বোন, আর আমি তোমায় কিছু বল্‌ব না। তুমি এখান থেকে যাওয়া অবধি আমি আর এ মুখো হই নি—এক দিনের জন্যও সোয়াস্তি পাই নি—রাত দিন মনে হ'ত, আমার জন্যই বুঝি ঘরটা ছারখার হয়ে গেল। তুমি যে মরনি, এই আমার ভাগ্‌গি—আমার উপর কি রাগকরে গিয়েছিলি বোন?

সরোজা। না ঠাকুরঝি, আমি তোমার উপর রাগ করে যাই নি। আমার বরাতে দুঃখ ছিল তুমি কি কর্‌বে,—কিন্তু আমার যে সর্ব্বনাশ হয় ঠাকুরঝি—কি হবে? তোমরা একবার আমার বিজয়কে দেখ।

জয়তারা। চুপ কর বউ, এখনও বিজয় ভাল হতে পারে।

সরোজা। ওগো আমার তেমন কপাল নয় গো।

জয়তারা। বউ তোর কপালেও এত ছিল? তোর নিজের বাড়ীতে তুই আজ দাসী?

সরোজা। ঠাকুরঝি, আমার সব সহ্য হয়—আমি যে প্রাণ পুরে কাঁদ্‌তে পাই নি—এ দুঃখ রাখবার যায়গা নেই।

বিজয়। মা———

সরোজা। (নিকটে গিয়া) এই যে আমি।

বিজয়। বাবা কোথায়? যাই যে (মৃত্যু)

সরোজা। (বিজয়ের বক্ষে মস্তক রাখিয়া রোদন)

জয়তারা। বউ তুমি আমার সঙ্গে এস, সকলে এদিকে আসচে।

সরোজা। (উঠিয়া) বিজয় নাই (মোহ)

পঞ্চম অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠ।

ভব ও যোগেন।

ভব। বামুণঠাক্‌রুণ বল্‌ছিল, সে আর থাক্‌বে না।

যোগেন। কেন থাক্‌বে না?

ভব। বলে, আমার অসুখ শরীর—কাজ কর্ম্ম ত আর কত্তে পার্‌ব না, কি হবে থেকে?

যোগেন। তা না থাকে যাবে; আরাম হোক, মাইনে পত্র সব চুকিয়ে দেবো।

ভব। আরাম যে হয়, আমার ত বোধ হয় না। রোজকে রোজ যেন শুকিয়ে যাচ্চে। বিছানা থেকে আর উঠতে পারে না।

যোগেন। আমাকে ডাক্তারবাবু বলে ছিলেন যে বামুণঠাক্‌রুণ রাত দিন বিজয়ের কাছ ছাড়ে না—খুব সম্ভাবনা ওঁরও ঐ ব্যায়রাম হবে। তা দেখ্‌ছি ঠিক মিল্লো।

ভব। ঠাকুরঝি বুঝি আর জন্মে বামুণঠাক্‌রুণের মা ছিল। নইলে রাঁধুনীর জন্য অত আর কে করে।

যোগেন। দিদির স্বভাব ঐ রকম। এদিকে রাগ আছে, সকলের সঙ্গে ঝগড়া করা আছে, কিন্তু যখন যার উপকার কর্‌বে, তা প্রাণ দিয়ে করে।

ভব।—তা আমাদের বামুণঠাক্‌রুণের সেবা কত্তে ইচ্ছা হয়। এমন রূপ দেখিনি, আবার তেঁম্‌নি ভাল মানুষ। বামুণের ঘরের মেয়ে কিনা?—মত্তে বসেচে, তবু যেন বিছানা আলো করে আছে।

যোগেন। বামুণঠাকুরুণের এ অসুখ আমাদের জন্য—বিজয়কে রাত দিন বুকে করে,—রাত জেগে রোগটি এনেচে। ভাল করে চিকিৎসা করান উচিত। ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করে দেখবো, যদি সাহেব ডাক্তার আনা আবশ্যক হয়, আনা যাবে।

ভব। ডাক্তার মিছে আনা; সে কি ওষুধ খায়। বলে আমার এ রোগ সারবার নয়,—আমি আর ওষুধ খাব না।

যোগেন। বেস, ওষুধ না খেলে হয়। তোমরা না খাওয়াতে পার, আমি দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়াব। বিজয়ের জন্য প্রাণটা দিতে পাল্লে—তোমরা তাকে আর একটু যত্ন কত্তে পার না। তোমার উচিত ছিল, দিদির মত বামুণঠাকুরুণের যত্ন করা।

ভব। ঠাকুরঝি কি আমাদের কাউকে কিছু কত্তে দেন? বলেন, আমি রয়েচি তোরা আবার কি কত্তে এলি। যতদিন বামুণঠাকুরুণ না ভাল হ'বে আমি এখানে থাক্‌বো—তোদের কিছু কত্তে হবে না।

যোগেন। মাসিমার অসুখ আবার বেড়েচে। আজ দেখতে যেও। আমি বিকাল বেলা যাবো। যদি অসুখ বেড়ে থাকে, তবে সেখানে দিন কত থাকা উচিত।

ভব। অনেক দিন ধরে ভুগচেন।

যোগেন। তুমি যত সকাল সকাল পার যেও।

ভব। আচ্ছা—

যোগেন। আর আমি যদি পারি ত এক সঙ্গেই যাবো—আদালতের কাজ যদি কম থাকে ত আজ আর বেরুবো না। আমি আসচি——

[যোগেনবাবুর প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক—চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মৃত্যু-শয্যা।

সরোজা ও জয়তারা।

জয়তারা। বউ তোর কি কষ্ট হচ্চে আমায় বল্ না?

সরোজা। আমি যেতে বসেচি ঠাকুরঝি, আমার আবার কষ্ট কি?

আমায় আশীর্ব্বাদ কর, পরকালে যেন আমার সদ্গতি হয়।

জয়তারা। বউ তোকে অনেক কষ্ট দিয়ে ছিলুম, আমা হ'তেই তোর এ দশা। আমার যদি সদ্গতি হয়, তোরও হবে। আমি মনের সঙ্গে তোকে আশীর্ব্বাদ কচ্চি।

সরোজা। ঠাকুরঝি, অনেক দিন থেকে আমার একটা সাধ আছে—মরবার সময়ও কি সে সাধ আমার মিটবে না? তুমি যদি মনে কর, আমার সকল সাধ মেটে।

জয়তারা। কি বল্‌না বউ—আমি প্রাণ দিয়ে কর্‌বো।

সরোজা। একবার তাঁকে দেখতে পাই না? একবার তাঁর চরণ ধরে ক্ষমা ভিক্ষা কত্তে পাই না? তিনি মার্জ্জনা না কল্লে, মরেও আমার সুখ নেই। কি হবে ঠাকুরঝি?

জয়তারা। তুই দেখবি? নতূন বউ আমার মাসিকে দেখতে গেছে—যোগেন একা বাড়ী আছে—দেখবি?—তা আমি ডেকে দিচ্চি।

[জয়তারার প্রস্থান]

সরোজা। আমার আর কিসের ভয়—কিসের লজ্জা? মরবার সময়ও যদি তাঁকে বলে মত্তে পারি যে আমি অসতী নই—মরবার সময় যদি তাঁকে প্রাণ ভরে দেখে মত্তে পাই, সেই স্বর্গসুখ।

[যোগেনের প্রবেশ]

যোগেন। কেমন আছ বামুণঠাক্‌রুণ?——

সরোজা। এসো—আমার কাছে ব'সো। আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর। তুমি ক্ষমা না কল্লে পরকালে আমার দশা কি হবে?

যোগেন। (বিস্মিত হইয়া) তুমি?—সরোজা? তুমি মরনি?

সরোজা। না, আমি মরিনি; তোমাদের না দেখে আর থাক্‌তে পারিনি, তাই রাঁধুনি হয়ে এখানে এসেছিলুম। বিজয়কে আর তোমাকে দেখবার জন্য বুক ফেটে যেতো, তাই আমি ছুটে এসেছি।—এখান থেকে গিয়ে অবধি আমি এক দিনের তরে শান্তি পাইনি। আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েচে। আজ আমার দশা দেখ না—আমি এখানে সর্ব্বময়ী ছিলুম, আর আজ আমি এক জন দাসী।

যোগেন। তুমি কেন চলে গেছলে সরোজা?

সরোজা। আমি কেন গেছলুম, তুমি কি জান না?

যোগেন। না, আমি আজও বুঝতে পারিনি, কি দোষে তুমি আমায় ছেড়ে গেছলে।

সরোজা। তোমার দোষ! শত্রুতেও তোমার দোষ দেখতে পায় না।

যোগেন। তবে কেন গেছলে।

সরোজা। আমি তোমায় ভালবাসতুম বলে—তুমি ভ্রুকুটি করো না—আমি তোমায় বড়ই ভালবাসতুম, তাই আমি চলে গেছলুম। আমি তোমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসতুম। কিন্তু আমি ভুল বুঝে ছিলুম,—

যোগেন। কি ভুল বুঝে ছিলে?

সরোজা। তোমার উপর আমার সন্দেহ জন্মে ছিল। আমার মনে হয়েছিল, তুমি আমাকে মিথ্যা ভালবাসা দেখিয়ে প্রবঞ্চনা কত্তে। তোমার কাছে রাত্রে কাজের জন্য স্ত্রীলোক আসতো, আমি হিংসার চোকে তাকে তোমার প্রণয়িণী মনে কত্তুম।—

যোগেন। (স্থিরভাবে সরোজার প্রতি অবলোকন)

সরোজা। সত্য কি তুমি অন্যে আসক্ত হয়েছিলে?

যোগেন। তুমি কি জান্‌তে না? আমি তোমা ছাড়া কাহাকেও ভালবাসতুম না। তুমি কোন প্রাণে আমাকে অবিশ্বাস কত্তে? রাত্রে যে আমার কাছে আসতো—সে চাঁপা—অতুলের স্ত্রী।

সরোজা। সে সকল কথা আমি শুনিচি—আমি তোমায় ভুল বুঝিনি—আমাকে এক জন ভুল বুঝিয়েছিল।—তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েচি—আমার দশা কি হবে? তুমি সকল কথা ভুলে যাও—আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর।

যোগেন। তোমার সকল অপরাধ আমি অন্তরের সহিত মার্জ্জনা করেছি—কিন্তু সে সকল কথা এ জীবনে ভুল্‌তে আর পার্‌বো না।

সরোজা। আমার পায়ের ধূলো দেও—তা হ'লে বুঝবো যে আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করেচ। (পদধূলি গ্রহণ) আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোলো। (মৃদু হাসিয়া) এ বাড়ীতে আজ আমি দাসী——তুমি অন্যে আসক্ত এই বৃথা অনুমান আমার অসহ্য হয়েছিল, আর এখন তুমি আমার চোকের উপর আমার সতীনকে আদর কত্তে—পাষাণীর মত

সহ্য কত্তে হ'তো।—আমার ছেলে, আমার কোলে ম'লো—বুঝলে না, তোমার রাঁধুনির প্রাণে তখন কি কষ্ট,—সকলই আমার অদৃষ্ট !

যোগেন। তুমি কেন ফিরে এলে ?

সরোজা। বলেচি ত, তোমাকে আর বিজয়কে দেখবার জন্য আমার প্রাণ বের হচ্চিল—আর মরবার আগে তোমায় একটা কথা বলে মর্‌বার বড় ইচ্ছে হয়েছিল, তাই এসেছিলুম। নহিলে—যেখানে আমার স্বামী আর এক জনের—আমার বাড়ী আর এক জনের—সেখানে কি কেউ সাধ করে আবার আসে ? আমি চল্লুম—তোমায় না দেখে মলে আমার সদ্গতি হবে না—তাই দেখতে চেয়েছিলুম। একবার আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কও—আমার প্রাণ যে ফেটে যাচ্চে।

যোগেন। কি কথা বল্‌বে সরো ?

সরোজা। আমি অসতী নই।—আমার কথা অবিশ্বাস করোনা—আমি মত্তে বসেচি, কি আশায় আর মিছে কথা বল্‌বো ?

যোগেন। (হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক) তুমি মর্‌বে কেন সরো———

সরোজা। (মৃদু হাসিয়া) আমি চল্লেম। আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্মান্তরে তোমাকে স্বামী পাই। চোকে আর দেখতে পাচ্চি না—কানে শুন্‌তে পাচ্চি না—আমি যাই যে——(মৃত্যু)———

সম্পূর্ণ।